শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক।

গানাৎ পরতরম্ নহি।

২য় ভাগ—২য় খণ্ড।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী

বিরচিত

৺ কাশীধাম, সোনারপুর হইতে

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী দ্বারা

প্রকাশিত

সাধক ও ভক্তবৃন্দের

অমূল্য রত্নস্বরূপ।

কলিকাতা।

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

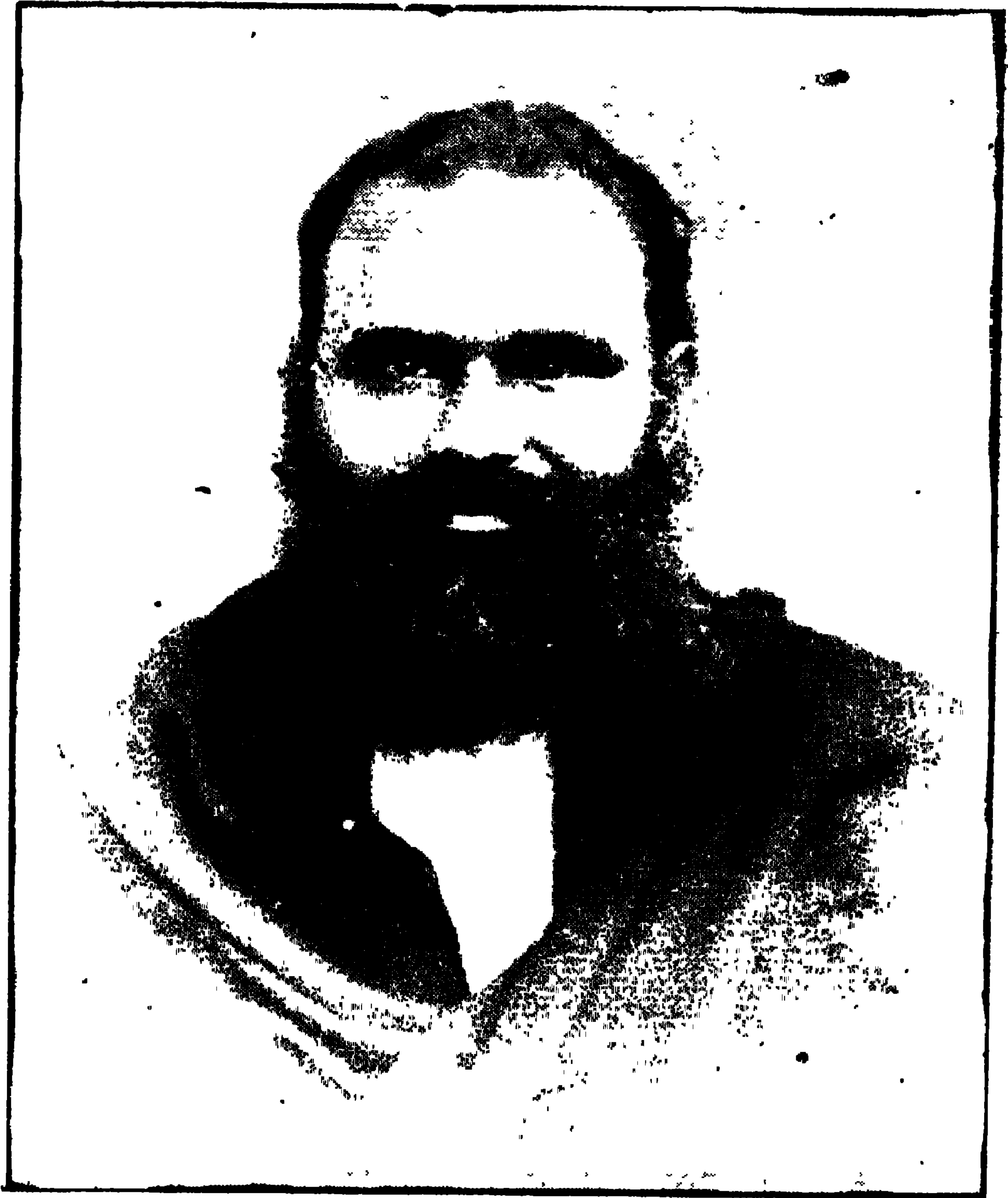
মুদ্রিত।

১৩১৮ সন।

মূল্য আট আনা।



—শ্রীগিরিশ নারায়ণ মল্লী।—



৺যোগান্দ্রনারায়ণ মুন্সী

ভূমিকা।

গীতামৃত লহরী ১ম ভাগ ১ম ও ২য় খণ্ড ও ২য় ভাগ ১ম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহাতেই পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখা হইয়াছে। এইক্ষণ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড মুদ্রিত হইল। ১ম ভাগের ১ম খণ্ডেই লিখা হইয়াছে যে গীতামৃত-লহরী ১ম ভাগ যত খণ্ডেই শেষ হউক না কেন তাহাতে শ্রীশ্রীশ্যামা বিষয়ক গীত থাকিবেক ও ২য় ভাগের সমস্ত খণ্ডেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গীত থাকিবেক। এইখানি ২য় ভাগের ২য় খণ্ড সুতরাং ইহা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গীতাবলীতে পূর্ণ, এই চারি খণ্ড যাহা প্রকাশিত হইল তাহার সকল খণ্ডের গীতগুলিই অমৃতের ন্যায় ও অমূল্য রত্ন স্বরূপ। যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত এই গীতগুলি পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিবেন একথা যথার্থ কি না, তবে সকলের পক্ষে অমূল্য রত্ন নাও হইতে পারে, এস্থলে তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি যেঃ—এক স্থানে একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন ও বহুলোক তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত ও নানারূপ ধর্ম্মোপদেশ লইত। তৎকালে একটী শূলবেদনার রোগী ঐ সাধুর গুণানুবাদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সাধুর সন্নিকট গমন পূর্ব্বক আত্ম অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সাধুটী ঐ রোগীকে বারম্বার আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া বলিলেন যে আমি চিকিৎসক নহি তবে আমার নিকট একটি মহৌষধ আছে তাহা ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে জগতের সকল ব্যাধিরই উপশম হয়। তাহা ঐ রোগী ভক্তি

পূর্ব্বক অবশ্যই গ্রহণ করিবে বলিয়া শীঘ্র স্নানান্তে পবিত্র দেহে সাধু সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সাধু মহাপুরুষটি অতি আগ্রহ সহকারে হরিনাম মহামন্ত্ররূপ মহৌষধ রোগীর কর্ণে প্রদান করিয়া পবিত্র ভাবে তাহা জপের উপদেশ আদি দিয়া বলিলেন, তুমি যথানিয়মে এই হরিনাম জপ করিলে ও নিরামিষ আহার করিলে সকল কষ্ট হইতে অচিরাৎ ত্রাণ পাইবে। রোগী তাহাতে কিছু না বলিয়া আইসাকালীন পথিমধ্যে ভাবিল যে এটি একটি পুরাতন নামমাত্র ইহাতে ব্যাধির কি হইবে ? তথাপি সাধু যখন বলিয়াছেন তখন ২।৩ দিন একটু কষ্ট করিতেই হইবেক, এই মনে করিয়া সে ২।৩ দিন অতি বিরক্তির ও উৎকণ্ঠার সহিত ঐ হরিনাম জপ করিয়া কোনই ফল না পাওয়ায় পুনরায় ঐ সাধুর নিকট গিয়া আত্ম অবস্থা জানাইলে সাধু উত্তর করিলেন যে "তোমার ব্যাধির ঔষধ পরে দিতেছি আমি এই ধুনি হইতে একখানি প্রস্তর তোমাকে দিতেছি তুমি বাজারে ইহার কত মূল্য হয় জানিয়া আইস কিন্তু প্রস্তরখানি বিক্রয় করিও না, ফিরিয়া আনিও।" রোগী সাধুর কথিত মত সাধু-প্রদত্ত প্রস্তর লইয়া বাজারে বহিষ্কৃত হইল ও প্রথমে ৪।৫টি তরকারীর দোকানে ঘুরিয়া তাহার এক কড়াও মূল্য না হওয়ায় শেষ এক শাক ওয়ালীর নিকট গেলে ঐ শাকওয়ালী তাহার সন্তান খেলিবে ভাবিয়া ঐ প্রস্তর দিলে তৎপরিবর্ত্তে মূল্য স্বরূপ অর্দ্ধ আটি শাক দিতে সম্মত হইল। রোগী প্রস্তর লইয়া সাধুর নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইলে তিনি জহুরীদের নিকট যাইতে বলেন—ক্রমে রোগীটী অনেক জহুরীর নিকট যায় ও ২।৪।১০.২০ সহস্র মূল্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জহুরী তাহার মূল্য অমূল্য বলেও সেই জহুরী দশ লক্ষ টাকাতে দিলে সে

লইতে পারে এ কথাও বলিয়া দেয়। রোগী সেই প্রস্তর লইয়া বড়ই আহ্লাদের সহিত সাধুর নিকট গিয়া "এত অধিক মুল্য হইয়াছে এখনি বিক্রয় করিয়া টাকা আনয়ন করি" ইত্যাদি বলায় সাধুটি তাহার কথার কোনই উত্তর না দিয়া প্রস্তরখানি পুনরায় ধুনির ভস্মের মধ্যে রাখিয়া জপে বসিলেন, রোগী অনেক কাঁদাকাটি করিলে পর সাধু বলিলেন যে "হরিনাম মহৌষধকে তুমি অমূল্য না ভাবিয়া যখন অর্দ্ধ আটি শাকের সমান জ্ঞান করিয়াছ তখন তোমার ঐ ব্যাধি আমার উপশম করা অসাধ্য।" সেইরূপ এই গীতামৃত লহরী যিনি অমূল্য রত্ন জ্ঞানে ভক্তিসহ পাঠ করিবেন বা সুর সংযোগে গান করিবেন তিনি বস্তুতই গীতামৃত নামের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন ও অমূল্য রত্ন ইহাও অবশ্য স্বীকার করিবেন। আর যিনি আদ আটি শাকের ন্যায় ভাবিবেন, তিনি অবশ্যই অবহেলা করিবেন।

পাঠক মহোদয় ও ভক্ত ভাবুকগণ সমীপে আমার এই বিনীত নিবেদন যে গানগুলি সুর-তাল সংযোগে নিতান্ত কোন সুর সংযোগে যদি গান করেন বা অন্যের নিকট শ্রবণ করেন তবে অবশ্যই ইহার সম্পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করিতে পারিবেন, নতুবা সঙ্গীত পুস্তক মাত্রই কেবল পাঠে তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায় না, এ বিষয় ১ম ভাগের ২য় খণ্ডেও লিখা হইয়াছে। অলমতি বিস্তারেণ।

প্রকাশক—

গীতামৃত লহরী।

২য় ভাগ—২য় খণ্ড।

সূচিপত্র।

ইতি মঙ্গলাচরণম্।

—— ০ ——

প্রথম উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং শ্রীশ্রীগোপাল স্বরূপ বর্ণনং নাম প্রথমোচ্ছ্বাসঃ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং শ্রীশ্রীহরিনাম মহিমা বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ।



তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং শ্রীশ্রীভগবৎ-প্রেম বর্ণনং নাম তৃতীয়োচ্ছাসঃ।



চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং মনঃ প্রবোধো নাম চতুর্থোচ্ছ্বাসঃ।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং শ্রীশ্রীভগবৎ-প্রেমাকরণ নিবন্ধন
আক্ষেপ নাম পঞ্চমোচ্ছ্বাসঃ।

—o—

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীভগবৎপদে সেবকস্ব বর্ণনং না

ষষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ।

—o—

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং নিত্যকৃত শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তনং নাম

সপ্তমোচ্ছ্বাসঃ।

—o—

সম্পাদকগণের মত।

১৩১৬ সালের পৌষ মাসে মাসিক পত্রিকা 'সুমতি'তে ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে যে আগমনী ও বিজয়া **সঙ্গীতাবলী** আছে তাহার যে সমালোচনা করেন।

শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী, প্রথম ভাগ প্রথম খণ্ড, কাশীধাম নিবাসী ৺ যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী বিরচিত ও শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রচয়িতার রচনা কৌশলেও তাহার ভাব প্রাবল্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভক্ত সাধক ভিন্ন এরূপ ভাবে মার নামগীত করিতে পারে না। এই মাতৃ-সঙ্গীতের মধুর ভাবগুলি যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী, সেইরূপ তাহার ভাষা সংযোজনাও পরিপাটি। এই সঙ্গীত পুস্তক খানির পূর্ণ পরিচয়ে স্থানাভাব বশতঃ কেবল মাত্র ইহার একটী মাত্র গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এই সঙ্গীত পুস্তকখানি কিরূপ উপাদেয়।

"আঁধার মূলাধারে। আর কত দিন ঘুমায়ে রবি ॥
একবার জাগ কুলকুণ্ডলিনী! জেগে জাগা মা আমারে ॥
আপনি না জাগিলে তোরে জাগাব কেমনে,
অবোধ মন জানেনা তুই জাগিবি কি বোধনে,
তাই রোদন রোধ আধ বোলে, মা মা সম্বোধনে,
আকুল হ'য়ে তারা তোরে, ডাকি যে বারে বারে ॥
মহেশ বীণাপাণি বাণী, গুহ-গণেশ রমা রাণী,
সব যে ঘুমে বিভোর শিবরাণী তব সহকারে,—
তুমি না জাগিলে তারা কেহ যে জাগে না,
জ্ঞানরূপা জ্ঞানদার নিদ্রা ত ভাঙ্গে না,

ভাগ্যরূপা ধনদায়, তোমা বিনা কে জাগায়,
জাগ জগজ্জননি গো ! জেগে জাগাও মা সবারে ॥
সুমতি গণপতি মোর থাকে যদি মা ঘুমে ভোর,
কেমনে দশভূজা তোর, পূজা হয় তা বল আমারে—
শক্তি রূপ কুমারে মোর জাগায়ে দেমা আগে,
কর উপায় শিবে গো ! যায় বিবেক মোর জাগে,
জেগে তুমি জাগায়ে সবায়, পাপাসুরে দলি পায়,
চিদানন্দময়ী রূপে, একবার—দাঁড়াও মা হৃদাগারে ॥
জেগে—দশ করে শঙ্করপ্রিয়ে,
রাখ মা মোর দশেন্দ্রিয়ে,
যে দশভূজ প্রসারিয়ে,
রেখেছিলে ত্রিদশপুরে,—
তোরে—করিনু আবাহন কিন্তু বাহন দিতে নারি,
বড় খেদ র'ল গো প্রাণে নগেন্দ্রকুমারি ।
তবে যদি মা কৃপাকরি, যোগেন্দ্রে কর কেশরী,
যুগে যুগে থেকে ও পায়, দেখি প্রাণ ভ'রে তোমারে ॥

১৩১৭ সালের ৭ই ভাদ্রের বাঁকুড়া দর্পণে লিখিয়াছেন ।

গীতামৃত-লহরী ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী প্রণীত। মূল্য।৵০ আনামাত্র

প্রাপ্তিস্থান শ্রীমোহিনী নারায়ণ মুন্সী, সেরপুর পোঃ (জেলা বগুড়া)। ইতঃ পূর্ব্বে "গীতামৃত-লহরীর প্রথম ভাগের সমালোচনা, বাঁকুড়া দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেই পাঠকগণ, ভক্ত কবি ও তাঁহার রচিত উপাদেয় গীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছেন। স্বর্গগত, পবিত্র হৃদয় মুন্সী মহাশয়ের

সুললিত পদাবলী ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা নিরতিশয় সুখলাভ করিতেছি। প্রকাশক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী মহাশয় তজ্জন্য ভক্ত মণ্ডলীর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না, ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ। সমগ্র গান প্রকাশিত হইলে,উহা ভক্তি সাহিত্য ভাণ্ডারের এক মহামূল্য সম্পত্তি হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য খণ্ড—৭টী বিভিন্ন উচ্ছাসে পূর্ণ—প্রথম উচ্ছাসে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ বর্ণন ২য় উচ্ছাসে, ক্রমান্বয়ে—শ্রীশ্রীবংশীধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণরূপ, শ্রীরাধিকাস্বরূপ, শ্রীমতীর আক্ষেপানুরাগ এবং পরম ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন সূচক পদসমূহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কি ভাবের মাধুর্য্যে, কি ভাষার লালিত্যে, কি রচনা-নৈপুণ্যে, গীতামৃতলহরী নিজ নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছে। চির দিনই এই সকল সুধামধুর গান,ভক্তপ্রবর গ্রন্থকার মহোদয়ের মহিমা প্রচার করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা সমস্ত গীতগুলির রসাস্বাদন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি; ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক গীতিকা, দর্পণের পাঠকগণকে উপহার প্রদান করি; কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। দুই একটী গান উদ্ধৃত করিলে পাছে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য হানি করা হয়, তজ্জন্য সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। অমিয় ভাব মধুর পদাবলি পাঠে যাহারা তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন,তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পবিত্র হউন—পুলকিত হউন এবং প্রকাশক মহাশয়কেও উৎসাহিত করুন। গ্রন্থখানির বাহ্য সৌন্দর্য্যও বড়ই প্রশংসনীয়।

১৩১৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণের বাঁকুড়া দর্পণে লিখিয়াছেন।

(ভক্তিগ্রন্থ)

শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী -(১ম ভাগ, ২য় খণ্ড) ৺যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী বিরচিত মূল্য ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ মুন্সী—৺কাশীধাম সোণারপুরা এবং শ্রীযদুনাথ বন্দোপাধ্যায় সেরপুর পোষ্ট (বগুড়া)। আলোচ্য খণ্ডে, শ্রীশ্রীকাশীশ্বর, অন্নপূর্ণা, দশমহাবিদ্যা, দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি সাতটী উচ্ছাস এবং আগমনীর পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতামৃত-লহরী বাস্তবিকই অমৃতের ভাণ্ডার; ইহার প্রত্যেক গীতিকা, বিশুদ্ধ ভক্তহৃদয়ের পবিত্র উচ্ছাস, এই উপাদেয় শ্রীগ্রন্থখানি আমাদের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপ হইয়া অনাবিল আনন্দদান করিতেছে। সংসার-তাপদগ্ধ আমাদের নীরস হৃদয় উপাদেয় ভক্তিভাবপূর্ণ গীতিকা-গুলির রসাস্বাদনে, সরস হইয়া পড়িতেছে। ইহা পূজ্যপাদ ভক্ত গ্রন্থকারের পক্ষে গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। গ্রন্থ-খানির—প্রত্যেক গানে ভাবের মাধুর্য্য, ভাষার সৌন্দর্য্য, অনু-প্রাসের সুমধুর ঝঙ্কার, ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের গীতাবলী আলোচনায় যাহারা আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারা সুধামধুর এই গীতিকাগ্রন্থের রসাস্বাদনে ঠিক্ তদ্রূপ প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন, একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থের আদ্যন্ত মধুরতায় পূর্ণ, ইচ্ছা হয়, সকল গানই, ভক্ত পাঠকগণের সমক্ষে লইয়া ধরি; তাহা কিন্তু সম্ভবপর নহে। প্রথম গীতিকাটিই, প্রিয় পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি—

"চরম চির বিরামধাম পরম রম্য কাশী নগরী।
ধরণীর শির-ভূষণরূপে শোভে শম্ভুত্রিশূলোপরি ॥
রাজা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ, রাণী অন্নপূর্ণেশ্বরী।
দীন দৈন্যে, হীন পুণ্যে, তোষে, পোষে কৃপা বিতরি ॥
পুরীর পঞ্চক্রোশ বিস্তৃতি, অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে স্থিতি,
এরণ্ড দল আকৃতি হেরম্ব-দ্বার-প্রহরী।
হেথা সর্ব্বতীর্থ বিদ্যমান, সাধকগণ সিদ্ধস্থান,
মেখলাকারে বরুণা, অসী বিরাজে পুরী বেষ্টন করি ॥
জানিনা নিগূঢ় কাহিনী, হেথা গঙ্গা বিলোমবাহিনী।
পরমাদরে পুরীরপাদ প্রক্ষালিছে ও পূত-লহরী ;—
হেথা দেহ-অন্তে পায় রে মোক্ষ, মানব, দানব, যক্ষরক্ষ,
কীট পতঙ্গ, বন-বিহঙ্গ তৃণগুল্ম তরুবল্লরী ॥
এ যে জীবন মরণ সুখদধাম, আনন্দ কানননাম,
তায় ফোটে জ্ঞান-কুসুম দাম, ছোটে ভক্তিপ্রেম নির্ঝরী ;
যখনি জীবন হবে রে অন্ত, আপনি হর তারক মন্ত্র।
ফুকারিবে তোর শ্রবণ রন্ধ্রে, তাকি যোগেন্দ্র আছ পাশরি ॥"

ভক্ত মাত্রেই, "গীতামৃত-লহরীর" উপযুক্ত আদর করিলে, আমরা বাস্তবিকই যারপর নাই, আহ্লাদিত হইব। আমাদের কোন স্বর্গীয় প্রিয় কবি উদ্দেশে ইতঃপূর্ব্বে, আমরা প্রাণের স্বতঃ—উচ্ছাসে একটী কবিতা লিখিয়ছিলাম, গীতামৃতের প্রেমিকপ্রবর কবিকে লক্ষ্য করিয়া উহার পুনরুক্তি করিতেছি—

"মহা ভাব সাগরের অমৃত ছানিয়া—
পিপাসার্ত্ত মানবের তৃষা নিবারিতে,
কে তুমি হে করুণার নির্ঝর খুলিয়া,

আনিলে অপূর্ব্ব ধন নরে বিলাইতে।
ফুটাইতে নন্দনের সৌন্দর্য্য বিমল,
শুষ্ক, মরুপ্রায়, এই কঠোর সংসারে ;
কে তুমি নূতন বন্যা প্রেম ঢল ঢল,—
আনিলে হেথায়, দীন দুঃখীদের তরে।
ধন্য তব পুত চিত্ত উদার হৃদয়
তিল তিল সুষমায় সৃষ্ট, মনোরম,
শ্রীশ্রীগীতামৃত লহরী প্রেম রসময় !
বিশ্বোদার প্রেমকথা কেমন সুন্দর।
শিখাতে প্রয়াস তব, হে ভক্ত প্রবর" ॥

যাহা হউক স্বর্গীয় কবির কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু বাবু, তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃদেবের সমগ্র গীতাবলী প্রকাশিত করিয়া ভক্তিসাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করুন। ভক্ত মণ্ডলী, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩১৬সালের ২রা অগ্রহায়ণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহা দেওয়া গেল, পাঠকগণ দৃষ্টি করুন :—

শ্রীশ্রীগীতামৃতলহরী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী প্রণীত। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু নারায়ণ ইহার প্রকাশক। এই পুস্তকখানি আগমনী ও বীজয়া বিষয়ক। গ্রন্থকারের পিতা শ্রীযুক্ত গিরিশনারায়ণ মুন্সী মহাশয় ভক্ত ও ভাবুক,—পিতার ধর্ম্ম-প্রাণতা ও ভক্তি ও ভাব মন্দাকিনীর পুণ্যধারা যে তদীয় পুত্রের হৃদয় ভূমিকেও কিরূপ সমুর্ব্বর ও পুণ্যক্ষেত্ররূপে পরিণত

করিয়াছিল ৺যোগেন্দ্রনারায়ণের রচিত সঙ্গীত সমূহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ "ইনি জীবনের প্রথম ভাগে শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতই অধিক রচনা করিতেন।" আলোচ্য গ্রন্থে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। "পরে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে কেবল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সংক্রান্ত ও ৺বৃন্দাবন লীলাদি বিষয়ক গীতাদিই শেষ জীবন পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন এবং সেই সকল গীতগুলিই অদ্ভুত প্রেম ও ভক্তি-রস পূর্ণ। ইনি প্রত্যহ শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থ পাঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। ভক্ত গ্রন্থকার স্বজ্ঞানে নিয়ত রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতির শ্লোক পাঠ করিতে করিতে পরোলোক গমন করেন।"

২য় ভাগে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতগুলি বাহির হইবে। জীবনবৃত্তের ক্ষীণ আভাসটুকু পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া আমরা আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কেননা ভক্তি গ্রন্থে গ্রন্থকারের জীবনের ছায়া সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রন্থকারকে বুঝিতে পারিলে গ্রন্থ বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আগমনী ও বিজয়া—শক্তি স্বরূপিণী দুর্গার বৎসরান্তে পিতৃভবনে আগমন ও প্রতিগমন। দক্ষ যজ্ঞের পর মহামায়া দেহত্যাগ করিয়া হিমাচল ভবনে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। বর্ষান্তে দুর্গা একবার করিয়া পিত্রালয়ে আগমন করেন।

স্নেহ প্রেমের পুণ্যভূমি বাঙ্গালায় এই কন্যায় পিতৃগৃহে আগমন ব্যাপারটী কিরূপ আনন্দময় তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দেবীর আগমনের সঙ্গে কন্যার আগমন কল্পনা করিয়া স্নেহময়ী

জননী কিরূপ আগ্রহের সহিত আগমনী সঙ্গীত শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করিয়া চিত্তের আবেগে তাঁহার নয়নকোণে স্নেহাশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠে ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?

বৎসরান্তে প্রাণের পুতলি কন্যার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্য মেনকা অধীরা হইয়াছেন। কন্যার স্নেহের ডোরে টান পড়িয়াছে, তাই স্বামিকে সবিনয়ে দুর্গা জানাইতেছেন ;—

"মা মোর আছে কি ম'ল
কে লয় তত্ত্ব তার
সম্বৎসর গত যে হ'ল।
বাপ অচল মা অচলা
সাধ্য নাই এক পা চলা
তাই প্রাণ আমার বড় উতলা
হিমালয় যাওয়া বুঝি ফুরাল।
দাও বিদায় একবার দেখে আসি
রবনা তিন দিনের বেশী,
নবমীর পরে বাপের ঘরে
রবনা আর একটী তিলো—
তোমায় ছেড়ে কি থাক'তে পারি
মা'য় না দেখলেও প্রাণে মরি
গিয়েই আসিব হবে না দেরি—
বিদায় আমায় দিবে কি না বল॥

কন্যাহৃদয়ের স্নেহের আকুলতার কি সুন্দর অভিব্যক্তি !

ওদিকে গিরিরাণীও ব্যাকুলা, তিনি গিরিরাজকে ধরিয়া বসিয়াছেন ;—

"যাও যাও গিরি যাও গিরিশ—ভবনে
বাঁচাও প্রাণ গিরিজায় এনে, ধরি চরণে॥
বর্ষ গেল, বর্ষা এল শরৎ গেলেই ভরসা গেল
যাত্রা কর ফর্ষা হলো উষা লগনে।

শরৎ গেলে আরত তাকে আনা যাবেনা, এ সময় বই ভোলানাথ আর কি তাকে ছেড়ে দেবে ?

তাহার পর গিরিজায়া দুর্গা আসিলেন। মায়ের সঙ্গে গিরিজায়ার সাংসারিক প্রসঙ্গে সুখ দুঃখের কত প্রসঙ্গ উঠিল। সে সকল প্রসঙ্গ সঙ্গীতের মধুর রসে সিক্ত হইয়া অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল সামান্য প্রসঙ্গের মধ্যে উমা আপনার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের কথা অতি সুন্দররূপে মায়ের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। মেনকা যখন বলিলেন "মাগো তুই নাকি জামাই সঙ্গে শ্মশানে বাস করিস্ ? উমা উত্তরে বলিতেছেন :—

সাধে কি মাগো আমি ঘোর শ্মশানে রই—
মোর যত ছেলে পেলে
সারাদিন খেলে দেলে
বেলা গেলে খেলা ফেলে
সেথা এলে কোলে লই॥
খেলার সাথী যারা ঘোর অরাতি
একা সেথা যায় ফেলে এলে কালরাতি
তখন তাদের আর কে রাখে মা আমাবই।

এই প্রসঙ্গের পর বিজয়ার করুণ কোমল চিত্র।

"নবমীর নিশি হলরে অবসান
উমায় নিতে ঐ এল ঈশান।"

মেনকার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মেয়ের ত আর থাকিবার উপায় নাই। মেয়ে যে সেখানে সংসার পাতিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ তা বোঝে কই, বলিতেছেন ;—

যাই যাই ক'রে কেন উতলা
আমার দ্বিতল গৃহের কাছে কি মা
শীতল সেই বেলগাছের তলা ॥
কোথা কাটিয়েছ মা শিশুবেলা
বাল্য সখির সাথে বিল্বমূলে কি করেছ খেলা
তখন এই ঘর ভালবাসিতে
হেরিত গিরিবাসিতে
কি অসিত কিবা সিতে
এই ঘরেই চাঁদ পূর্ণ কলা ॥

মা তখন আত্মজীবন বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার শৈশবলীলা-নিকেতন আজ কোথায়? কিন্তু তবু কন্যাগতপ্রাণ জননী, মেয়েকে একটু খোঁটাদিয়া কহিলেন, তখন তো মা তুই বেলগাছ-তলা ভাল বাসিতিস্ না।" বিষাদকরুণ ভাবের এমন সুন্দর অভিব্যক্তি আমরা বহুদিন দেখিনাই। পড়িতে পড়িতে সত্যই অশ্রু সংবরণ করা দায় হয়। ইহার ২য় ভাগও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা অবগত হইলাম। এই পুস্তকের মূল্য।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত মোহিনীনারায়ণ মুন্সী ৺কাশীধাম, সোনার পুরা বা শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিদ্যারত্ন কবিরাজের নিকট ১৭৮ নং কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট, পুস্তকের প্রাপ্তি স্থান।

আবার ১৩১৬ সালের ১৫ই পৌষ ঐ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

পত্রিকার ২য় ভাগের ১ম খণ্ড সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন ;—

গীতামৃত লহরী ২য় ভাগ ১ম খণ্ড

এইখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক অনেকগুলি গান আছে। এই গ্রন্থের রচয়ীতা, স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী। প্রাপ্তিস্থান সোনার পুব, কাশীধাম, প্রকাশক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী, মূল্য ।৵ আনা মাত্র।

গ্রন্থকার মহাশয় পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীপত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার রচিত কতিপয় গান প্রকাশিত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার অতি অল্প কালেই এই নশ্বর জগৎ হইতে পরোলোক গমন করিয়াছেন। * * *

আমরা গানগুলি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গভক্তি ও ভক্তিরসের বহুল গান কীর্ত্তন আছে। রচয়িতা মহোদয় প্রকৃত পক্ষেই যে ভক্তি রসে পরিপ্লুত হইয়া গান গুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহার বহু নিদর্শন সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের হৃদয়ঙ্গম হইবে, সুমধুর ভাবে সুললিত ভাষায় ও প্রাণস্পর্শী রচনা নৈপুণ্য এই গীতামৃত লহরী ইহার নামের সার্থক করিয়াছে। এই সকল গানে চিরদিনই রচয়িতার অমরত্ব বিঘোষিত হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আবার বাঁকুড়া দর্পণে ঐ সালের ১৭ই পৌষ ১ম ভাগের ১ম খণ্ড সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখুন।

শ্রীশ্রীগীতামৃত লহরী।—১ম ভাগ ১ম খণ্ড। ৺যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী প্রণীত। এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। পূজ্যপাদ স্বর্গীয়

গ্রন্থকার মহাশয় ২।৩ সহস্র সঙ্গীত রচনা করিয়া ছিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি শ্যামাবিষয়ক পদের সমাবেশে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আগমনী ও বিজয়া। সঙ্গীত গুলির আলোচনা করিয়া বুঝিলাম উহাদের প্রত্যেকটী সুধার ভাণ্ডার। পড়িতে পড়িতে ভাবিতে ভাবিতে এক অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব হইতে থাকে। পদ গুলির ভাব যেরূপ উচ্চ ভাষাও তদ্রূপ পরিমার্জ্জিত। প্রেমভক্তি ভাবোচ্ছ্বাসময় এরূপ উপাদেয় সঙ্গীত গ্রন্থের রসাস্বাদন বহুদিন করিনাই। আজ সে সৌভাগ্য লাভ করিয়া আনন্দিত, উপকৃত ও পবিত্র হইয়াছি। গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রায় প্রত্যেক পদই কবিত্বপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসময় এবং অনুপ্রাসালঙ্কারে বিভূষিত। বড়ই সুমধুর বড়ই চিত্তাকর্ষক। সুমধুর আধ্যাত্মিক পদাবলী আলোচনায় যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা এ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া প্রকাশক মহাশয়কে উৎসাহিত করুন। পদগুলি বিশুদ্ধভাবে তাললয় সমন্বিত হওয়ায় উহাদের উপাদেয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার যোগ্য; কিন্তু ক্ষুদ্র দর্পণে তাহা অসম্ভব। ২।১টী স্থান উদ্ধৃত করিলেও গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নষ্ট করাইবে তজ্জন্য এ বিষয়ে বিরত থাকিলাম। * * *

প্রকাশক মহাশয় স্বর্গীয়, গ্রন্থকারের সমস্ত পদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশে কৃতকার্য্য হইলে উভয়েরই অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে বিঘোষিত হইবে। ভক্তমণ্ডলী এই সাধু উদ্যমে সুযোগ্য প্রকাশক মহাশয়কে প্রোৎসাহিত করিতে সঙ্কোচিত হইবেন না, ইহাই আমাদের প্রর্থনা। গ্রন্থখানির ছাপা কাগজ সুন্দর রূপ

হইয়াছে। এ জেলার সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট এ গ্রন্থের সমাদর হইলে আমরা বাস্তবিকই নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিব। গ্রন্থ প্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রীমোহিনীনারায়ণ মুন্সী পোঃ সেরপুর জেলা (বগুড়া)।

আরও দেখুন ;—ভট্টপল্লী নিবাসী অধুনা কাশীবাসী জগৎবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ও ভদ্র ও সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ পদ-কর্ত্তার প্রণীত গীত শ্রবণ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় জন্য অন্যান্য গুলি না দিয়া কেবল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত নিম্নে দিলাম।

বগুড়া সেরপুর নিবাসী উদারচেতা জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিশ নারায়ণ মুন্সী মহোদয়ের পুত্র কাশী-মৃত যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রণীত ভক্তি রসোদ্দীপক গীতাবলী বারম্বার শ্রবণ করিয়াছি তথাপি শুশ্রূষানিবৃত্তি নাই। আমার বিশ্বাস উক্ত প্রণীত সঙ্গীত সমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক সমালোচনা করিলে পারমার্থিক রসহীন হৃদয়েও শক্তি, শিব বিষ্ণুতে ভক্তির পূর্ণ সঞ্চার বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাসিক্ত অবশ্য হইবে। কালে এই গীতসমূহ বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরর সবিশেষ আদরণীয় হইবার সম্ভব। ইতি ২৮শে কার্ত্তিক ১৩১৫।

ভ্রম-সংশোধন।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	৮	সর্গ	স্বর্গ
৩৩	১	মুররী	মুরারি
৫৭	১০	১২।৪২	১২।৪৩
৬৩	৭	হারলি	হারালি
৭০	১৪	অসতয়	অসময়
৭১	১১	৩৫৮॥	৩।৫৮॥
৭২	৭	দোষে	বশে
৭৬	১৪	ক	কি
৭৭	১৬	াধ	সাধ
৮১	১	মশ্র	মিশ্র
৮৩	১৩	নিশা	নিসা
৯৩	১৩	ঘুবে	ঘুচবে
৯৯	১১	ঝাঝে	ঝাঁঝে
১০১	১৫	চিরকালী	চিরকালি

গীতামৃত-লহরী।

২য় ভাগ—২য় খণ্ড।



গণেশ বন্দনা।

বেলয়াল—একতালা।

এক দন্ত মহাকায় লম্বোদর গজানন।
হর বিঘ্ন কাল ভয়ে সতত উদ্বিগ্ন মন॥
আশুতোষ নন্দন, আশুতোষ বৰ্দ্ধন,
পিপাসু মন করহে কৃপাবারি তাহে বিতরণ॥

তুমি গণাধিনায়ক বিনায়ক নিরঞ্জন :—
ওঙ্কার স্বরূপ তুমি নিগমাগম ভূষণ,
সিদ্ধিপ্রদ কামদ, মৃদঙ্গ বিশারদ,
ও পদ ভব সম্পদ বিপদ ভয় বারণ॥

সান্ধ্য সিন্দূর ছটা, সুন্দর বরণ ঘটা,
করপদ নখরে ইন্দু, ইন্দুর বাহন ঃ—
শঙ্খচক্র গদাম্বুজ, সুশোভিত চারি ভুজ,
যাচে পদাম্বুজ যোগেন্দ্র অভাজন ॥ ১ ॥





শ্রীশ্রীযোগমায়া বন্দনা।

মল্লার—ঠুংরি।

জয় যোগমায়া জগত্তারিণী।
শ্রীবৃন্দাবন বিহারিণী ঃ—
রাধাশ্যাম রস সঙ্গ রঙ্গ সঙ্ঘটন কারিণী ॥

চন্দ্র ভালা চন্দ্রক চূড় সোদরা,
চপলাজিত পীত লাবণ্য ধরা,
ব্রজলীলা নাটক উদ্ঘাটন করা,
সারাৎসারা পরানন্দ প্রচারিণী ॥

তুমি মধুরাধিক অতিমধুরা চতুরা,
মাগো বিরহ-বিধুরা যত মথুরা-বধূরা,
তোমারি কৃপায় তারা গোবিন্দে পায় তারা,
তুমিই রাস মহারস বিস্তারিণী ঃ—

তুমি ত্রিপুরা সুন্দরী আদ্যা পুরাতনী,
পূরাও যোগেন্দ্রর সাধ পরাত্মনী,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম রসাস্বাদ,
পাই যেন অন্তে গো হর মনোহারিণী ॥২॥

—০—

ঐ ২য় গীত।

মল্লার—ঠুংরি।

পৌর্ণ মাসী পরমেশী পরাৎপরা।
ব্যাস ভাষ মহারাস প্রকাশিনী ত্রাস নাশিনী
তারা ত্রিবিধ তাপহরা ॥

মূলাম্বুজ ঘোর গহ্বর শায়িনী,
সহস্রার বিগলিত সুধা পায়িনী,
নিত্যাসিদ্ধা সদানন্দ দায়িনী,
ব্রজলীলা সহায়িনী বিলাস তৎপরা ॥

শ্রীনন্দ-নন্দিনী, সম্বিৎ সন্ধিনী,
হ্লাদিনী রূপিণী,
গোপিনী বন্দিনী,
মদন মদোন্মদা, মধুর ভাষ প্রদা,
মত্ত ভ্রমর সদ্ম মধুর-নিনাদিনী ঃ—

তুমি ছন্দ বন্ধ ময়, প্রবন্ধ ভাষিণী,
ভব বন্ধন মোহ বিবন্ধ নাশিনী,
শ্রীরাধাগোবিন্দ, চরণারবিন্দ,
বল কিসে পায় যোগেন্দ্র, উপায়
কর মা ত্বরা ॥ ৩ ॥

—o—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বন্দনা।

সুরট মল্লার—একতালা।

কেরে ও কাম মথন ঠাম,
দামিনী দাম জিনিয়া বরণ।
মুখে অবিরাম, হরে কৃষ্ণ রাম,
মধুর নাম অমিয়া ক্ষরণ ॥

এযে পরতত্ত্ব স্বরূপ বিগ্রহ,
ভাণ মাত্র ভক্ত ভাব পরিগ্রহ,
ভাগ্যবান জনে করি অনুগ্রহ,
করে অহরহ প্রেম বিতরণ

জানিতে রাধার প্রেম মহিমা,
আর আস্বাদিতে নিজ মাধুরিমা,
ধরি অপরূপ রাধার ভঙ্গিমা,
ভাব নিধি ভবে করে বিতরণ ঃ—

বেদোপনিষদে ব্রহ্ম যাঁর খ্যাতি,
তিনি মাত্র এঁর শ্রীঅঙ্গের ভাতি,
কি বুঝিবে মূঢ়, নারে চন্দ্রচূড়,
ভেদিতে এ গূঢ় ভাব আবরণ ॥
ওযে—কভু বা আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশে,
উজ্জ্বল ছটায় কোটী সূর্য্য হাসে,
কভু শ্রীরাধার মাধুর্য্য উচ্ছ্বাসে,
মনের উল্লাসে করে সন্তরণ ঃ—
তাই অবিকল মন্দাকিনী পারা,
পদ্ম-নেত্রে বয় অবিরল ধারা,
প্রেমে মাতোয়ারা বাহ্য জ্ঞান হারা,
হেমাঙ্গে ঝলকে ভাব অভরণ ॥
হের জ্ঞান আঁখি করি উন্মীলন,
একাধারে রাধা কৃষ্ণেরি মিলন,
করিলে উহার লীলানুশীলন,
অবিলম্বে হয় প্রেমেরি স্ফুরণ ঃ—
বস্তুত এ বস্তু যে না চেনে ভাই,
কলিযুগে তা'র পরিত্রাণ নাই,
কোটী বিঘ্ন বাধা উপেক্ষিয়ে তাই,
যোগেন্দ্র লয়েছে ও পদে শরণ ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন বন্দনা।

সুরট মল্লার—একতালা।

ব্রজের সকলি মধুর লাগে।
মধুর আকাশ, মধুর বাতাস,
মধুর সুবাস বয় সোহাগে॥

মধুর চাঁদে মধুর কিরণ,
মধুর ছাঁদে করে বিকীরণ,
মধুর সূর্য্য, ঢালে মাধুর্য্য,
তপত তপন তরাসে ভাগে॥

সেথা—মধুর মধুর তরুলতাগুলি,
নত শীরে চায় সে মধুর ধূলি,
যেন—মধুর বিহগ মধুরব তুলি,
বীণার গরব ভাঙ্গে ঃ—

মধুর শুকের মধুর গান,
মধুর পিকের মধুর তান,
সবারি সেথা মধুর প্রাণ,
মধুর ব্রজের মাধুরী মাগে॥

সেথা—মধুর মধুর কতই কুঞ্জ,
মধুর মধুর কুসুম পুঞ্জ,

মধুর ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জ,
গীত গায় সদা মধুর রাগে ঃ—

শুনিয়া মধুর মুরলী গীত,
মধুর যমুনা উজান ধাবিত,
সারি সারি সারি পুচ্ছ প্রসারি,
মধুর ময়ূর নাচে অনুরাগে ॥

সেথা—মধুর মধুর খমক খোল,
মধুর মধুর উঠিছে রোল,
মধুর ভজন গানে প্রাণে,
জাগায় রাগিণী রাগে ঃ—

মধুরাধিক মধুরা মধুরা,
প্রেম চতুরা গোপ বধূরা,
মধুর রাধা মাধবে ঘিরে,
যোগেন্দ্রের মানসে জাগে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বন্দনা।

আশোয়ারি টোরি—আড়া।

তুমি—ভজনা কেনরে তায়।
ওরে—যার পায় এই জগত লুটায় ॥

ওরে—দয়া ক'রে এ আঁধারে যে আলো ফুটায়,
ও ভাই অসার আশা হাসা কাঁদার ধান্ধা
যে টুটায় ॥
উথলে ভাগিরথী যাঁর পায় আর জটায়,
যাঁর কমুণ্ডলে থেকে কুল কুল রব রটায় ॥
ওসে তিনেই এক একেই তিন,
ঢাকা মোহ ঘন ঘটায়,
যোগেন্দ্র চিন্তে পাল্লে জিন্তে পারো ঐ কৃতান্ত
বেটায় ॥
তিনে এক হ'লে নিত্যানন্দ যে ঘটায়,
ভবের আঁধার টুটে যায় সে আনন্দ ছটায় ॥ ৬॥

—০—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বন্দনা।

ভৈরব—কাওয়ালী। *

ভাবরে ভ্রান্ত মন, ভবার্ণব কর্ণধার নবদূর্ব্বাদলরুচি
শ্যামে। ভয় কিরে তব
ভবধামে, ভানু-সুত ভয়ে ভীত ভাবরে ভব-বিভব
ভানু-কুলোদ্ভব শ্রীরামে ॥

* এই গীতটী পদকর্ত্তার বাসস্থান সেরপুরের একটী লোকের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

রুদ্রাক্ষ-মূলে বসি, রুদ্রাণীরে বামে করি,
রৌদ্র জল
সহ্য করি, আহার নিদ্রা পরিহরি, বিরূপাক্ষ
ভাবেন সদা যে রামে।
বৈকুণ্ঠনিবাসিনী স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিণী ধরণী-নন্দিনী
সীতা যাঁর বামে;—
সেই যোগেন্দ্র বাঞ্ছিত ধনে, ভুলে রলি অসাধনে,
কি জানি কি ঘটে পরিণামে ॥ ৭ ॥

——o——

শ্রীশ্রীহরি হর মিলন।

ললিত—ঝাঁপতাল।

হেররে মন হরি হর কি অপরূপ মিলন
আধ ধবল আধ শ্যামল সুচিক্কণ ॥
আধ গভীর থির ক্ষীরদ নীর নিধি নিন্দি,
আধ নীরদ রুচি নিরমল কালিন্দী,
আধ হিল্লোলে দোলে, আধ কল্লোলে উছলে,
আধ মোহে মধুর বোলে আধ নাদ ভীষণ ॥
আধ শরত বসন্ত, আধ বরষা হেমন্ত,
আধ শিশির, আধ নিদাঘ নিদারুণ।—

আধ তরুণ তরুদল শোভিত কুঞ্জবন,
আধ প্রতপ্ত মরু মরীচিকা করে সৃজন,
আধ নীলকান্ত মণি, আধ চন্দ্র কান্ত জিনি,
অভেদ্ ভাবে, ভাবে যোগেন্দ্র যুগল চরণ ॥ ৮ ॥



গীতামৃত-লহরী।

২য় ভাগ— ২য় খণ্ড।



প্রথম উচ্ছ্বাস।

ললিত—ঝাঁপতাল।

দেখে নন্দ-রমণী যেন চন্দ্র চিরে নখরে।
নন্দন বদন মাঝে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে॥

তাহে, বিরাট মূরতিধারী পুরুষ তাঁর
কিবা জ্যোতিঃ ;—
সে যে, কিরণে অতি আলোকিত ভূরাদি
সপ্ত জগতী ;—
দে'খে আনন্দ সলিলাবৃত নয়নে বিশ্বলীলা,
সংসার বিস্মরি বিস্ময় ভরে॥

দেখিল গোলকধামে যুগল রূপ মাধুরী,
নীল কমল শ্যামে, বামে কনকে মাখা বিজুরি ;
কমল কুসুম কোমলা কমলা বিহরে।—
সত্ত্ব গুণ ধরি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে জীব সৃজে,
রজে পালন করিছে হরি, সংহারিছে শিব নিজে,
তমগুণ ধরি সবে, পুন আসন করি শবে,
ভাবিছে কেশবে, ঐ হেরিল হরে॥

দেখে ইন্দ্রলোক, শচী, নন্দন উপবনে,
রত অদিতীনন্দন ইন্দ্র চিত বিনোদনে,
দেখে অমরাপুরী পরিপূরিত অমরে।—
এরূপে রাণী দেখে স্বর্গ, মর্ত্ত্য রসাতল যত,
দেখে নিয়ত জীব কুল করিছে উৎসব কত,
বিরাজিত অরুণ ইন্দু, শৈল, নদ নদী সিন্ধু,
দেখে তরুণ তরুদল শোভিত ভূধরে॥

দে'খে বদনে বৃন্দাবনে,
তাহে নন্দ আদি গোপে,
দে'খে যশোদা যশোদায়
অনিমেষ নয়ন সঁপে,
সে যশোদা এ গোপালে আছে কোলে ক'রে।

যোগেন্দ্র কহে কি মায়া হরিহে
প্রকাশিলে তুমি,
ভাসিলে প্রলয় জলে যাচিলে ত্রিপাদ ভূমি,
ছলিলে সে বলিরাজে, একি দেখি বদন মাঝে,
যে ধরণী সৃজন কর ধর হে তা উদরে॥*॥১॥৯॥

—o—

কীর্ত্তনাঙ্গ—যৎ।

আহা—ভাবের হিল্লোলে কে মোর হৃদয়
দোলায়রে
হৃদয় দোলায় তারে দোলাইব আয়রে॥
কে যেন অলক্ষ্যে থাকি, বলিছে আমারে ডাকি
খোল খোলরে আঁখি, বৃথা দিন যায়রে,
ভুলে আর থেকো নারে জীব মোহ মায়ায়রে॥
দেখরে, নীলকমল কানু, বসেছে পাতিয়ে জানু,
হাসিয়ে হাসিয়ে ননী চায়রে ঃ—
আবার—ঐ দেখরে ধ'রে বেণু,
উড়ায়ে ব্রজের রেণু,
সখা সনে গোঠে ধেনু চরাইতে ধায়রে ঃ—
বাৎসল্য সখ্যভাব তোরে ঐ দেখায়রে ঃ—

* এই গীতটী পদ কর্ত্তার পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা। বহু

হের কিবা অপরূপ, লাবণ্য রসের কূপ,
সজল ঘন নিন্দি শ্যাম কায়রে ;—
বামে হের হেমময়ী প্রেম প্রতিমায়রে ॥

এই ওর মধুর ভাব, এ ভাবে যার অভাব,
সেকি নিত্যানন্দ কভু পায়রে ঃ—
উহার—যে ভাবে তোর মন মাতে,
মত্ত হ'য়ে রও তাতে,
শান্ত দাস্যে রাখ সাথে, সেই তোর সহায়রে,
হায় যোগেন্দ্রে সকলি অভাব, পাবে তা
কোথায় রে ॥ ২ ॥ ১০ ॥

০

আলিয়া—তেতালা ।

বালক তুই আমায় আলি কি করিতে পার
কাজ নাই ভাই ভবে ডু'বে যাই এবার ;—আহা—
কমল হারে কোমল হাতে, আমি দেখতে ত—
পারবনা তাতে, করাল কেরোয়াল রে বালক—
ভীম দণ্ড কঠোর যার ॥

দিনের রচনা জন্য সকল স্থান বুঝা যায় না, যেরূপ পাইয়াছি,
তাহাই লিখিত হইল ;—

আমার, জরাজীর্ণ তরিখানি দে'খরে ভাই, হায়রে
কোন্ প্রাণে কেমন ক'রে, বসাব তায় বালক তোরে,
তায় আবার পাপের অনন্ত বোঝাই, তাতে—
ছ'টি মাঝি তাদের দয়া মায়া নাই, তারা—
নানাবিধ ছলে বলে, ডুবাবে তোয় ঘোর অতলে,
দেখতে তোরে পাবনা আর সেই ভাবনা অনিবার ॥
যে বাঁশী বাজাচ্ছ, আহা! শুনি তাই,
হবেনা তোর তরি ব'তে, ভবের এ ভীষণ স্রোতে,
শুনিতে শুনিতে বেণু ভেসে যাই; ও তান্—
ছাড়িস্‌না ভাই যতক্ষণ না কূলটী পাই, আহা—
তানে তোর কি মাধুরী, এই যে তুফান তায় না ডরি,
সাবধান্ ছাড়িস্ না তান্ তানেই
আছে প্রাণ আমার ॥

আমি যে যোগেন্দ্র তাকি জাননা, আমার *—
যোগের গানে মহাযোগ নৈলে ঘোর দুর্ভোগ,
সইতে হয় কালের অবমাননা; একটী বার—
কৃপাদৃষ্টি হাননা, আমার—মানস উপকূলে বসি,
বাজাও বাঁশী কাল শশী, আমি—এ তরঙ্গ—
বুকে ধরি সুখে তরি পারাবার ॥ ৩।১১ ॥

* পাঠান্তরে যোগেন্দ্র কয় তাকি তুমি জান না।

স্থরট মল্লার—একতালা।

এ বালক সামান্য নয়।

ওকে, চিন্‌বি কি সহজে,

বহুরূপী ও যে, কভু বিরাট কভু খর্ব্ব হয়॥

দুরন্ত এ শিশু এই আছে অন্তরে,

কটাক্ষেতে ছুটে যায় দূরান্তরে,

স্থলে জলে হলাহলে ওকি ডরে,

কাল ওরে দেখে করে ভয়॥

মাধুরীতে ওর মোহ করে মন,

দেখে না কেহ তা মোহে নিমগন,

একবার যদি আঁখিতে লাগে ও,

আঁকিতে রাখিতে সাধ যে হয়;—

যে কমল করে কেরোয়াল দিতে,

অবোধ রে তোর ব্যথা লাগে চিতে,

সেই করাঙ্গুলে, পর্ব্বত যে তুলে,

করেছিল ইন্দ্রের গর্ব্ব লয়॥

ঐ বালক দাবানল ক'রে পান,

বাঁচায়েছে ব্রজ-রাখালের প্রাণ,

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করি,

দিয়াছিল বলের পরিচয়;—

ঐ কমল করে খোলবার ছলে,
বকচঞ্চু বিদারিল কুতূহলে,
কেশ আকর্ষিয়া ও কর কমলে,
পাঠাইল কংসে যমালয় ॥
এম্‌নী ধার ও করে, করবাল হারে, তায়—
কেটেছে রজকে একই প্রহারে, তার—
কি হবে ও ছার কেরোয়ালের ভারে,
ওত ঐ ক'রে নিতুই রয় ;—
ও বড় দয়াল ভবের ঘাটে থাকে,
সম্বলহীন যে জন্ পার করে তাকে,
দে'খে অতি দীন্ যোগেন্দ্র তোমাকে,
পারে যেতে বারে বারে কয় ॥ ৪।১২ ॥

ললিত—একতালা।

আহা ! কালোর মাঝে এত আলোক।
আমায়—ভুলা'লো ঐ কাল বালক ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ঐ আলোকে ভরা ত্রিলোক।
দেখ্‌তে তো পাবনা রে আর
পড়ে যদি চোখের পলক ॥

ঢেলে—জলদের সাঁচে চাঁদ আর বিজলী,
কে গড়িল এই জ্যোতির পুতুলী,
হৃদাকাশে মোর নাচে হেলিদুলি,
নিরখি ভুলি ভূলোক ঃ—
ঐ—ললিত লাবণ্য গলিত অমৃত,
মন চকোরের ধরে না পুলক।
আহা কি উজ্জ্বল তনু, শিরে ইন্দ্র ধনু,
কেবলে রে চূড়ায় শিখির পালক ॥
ওযে—অন্তরে বাহিরে বাজায় মুরলী,
গুঞ্জরে যেন রে শত মত্ত অলি,
আকাশের গায় পলকে লুকায়,
পলকে দ্যায় ঝলক ঃ—
অলকা ঝলকে ভালে, তা'র কোলে
দোলে অলক।
আমার—রতি মতি মাতিল রে নাসায়
দে'খে মতির নলক ॥
হায় রে আমার হ'ল একি,
যে দিকে চাই ওরেই দেখি,
এ শিশু কেবল, করিল পাগল,
হাসাইল সব লোক ॥

যোগেন্দ্র কয় জানলা মন ঐ তো রে
এই ভবের পালক।
কোন ভয় থাকেনা রে, ঐ ছেলে
যদি হয় চালক ॥ ৫।১৩ ॥

সুরট—তেতালা।

স্থির হ'য়ে একটী বার ব'স্‌না ভাই।
খেল্‌তে বসে অমন করে আর
ছুটে পালাস না কানাই ॥
তোর সনে ভাই নিতি নিতি,
খেল্‌তে বড় পাই যে প্রীতি,
তুই জিতিস্‌ কি আমি জিতি,
তাতে কিছু ক্ষতি নাই ॥
দেখতে দেখতে যায় যে বেলা,
আর বা কখন করবি খেলা,
দীন বলে ভাই কল্লে হেলা,
তোরে ফেলে কার কাছে যাইঃ—
খেলে—মন মাতেনা কারো সাথে,
পাই তাতে ফল হাতে হাতে,

কত বোঝাই চাপায় মাথে,
দুখ পাই যাতে করে সে তাই ॥

দীন দয়াময় শুনে তোর নাম,
আশা ক'রে খেল্‌তে এলাম,
কপাল গুণে তুই হলে বাম,
একূল ও কূল দুকূল হারাই ঃ—
তাই যোগেন্দ্র কেঁদে আকুল,
এ অকূলে কিসে পায় কূল,
তুই যদি না হস্‌ অনুকুল,
সকল আশায় পড়ে যে ছাই ॥ ৬।১৪ ॥

০

তিলক কামোদ—আড় কাওয়ালী।

ঐ রাঙ্গা ছেলেটীরে নিয়েথাকি ভাই
এই ভাঙ্গা ঘরে।
কাঙ্গালের কুঁড়ে খানি, তাররূপে যে
ঝলমল করে ॥

নিদারুণ দুখ পেয়ে, পালাতে সে চায় ধেয়ে,
সেধে কেঁদে ধ'রে বেঁধে, রাখি তায়
হিয়ার ভিতরে ॥

সামান্য সোহাগের দুধে, মিটে না
ছেলেটীর খিদে,
সদাই মরি এই খেদে, বেদনায় প্রাণ বিদরে ॥
দেখে তার চাঁদ মুখ, পাইরে অতুল সুখ,
সে সুখে বিধি বৈমুখ, দেখ্‌তে নিলেই দৃষ্টি হরে ॥
জড়াইয়ে মোহজালে, রাখে ভাই নানা জঞ্জালে
কবে ছেলে গালায় ফেলে, যোগেন্দ্র
মরে সেই ডরে ॥
উঠ্‌বে যখন কালের তুফান, পড়্‌তে
চাবে ভাঙ্গা ঘর খান,
তখন নাকি ঐ কর্‌বে ত্রাণ, তাই
রাখি এত আদরে ॥ ৭।১৫ ॥

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং শ্রীশ্রীগোপাল স্বরূপ বর্ণনং নাম
প্রথমোচ্ছাসঃ ॥





দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

ভৈরবী—একতালা।

আমি—বেদ বিধি ছাড়ি, বেদনা হারি,
হরি নাম সদা গাই রে।
তাতে হয় হ'ক মম, লক্ষ জনম, তায়
কিছু ক্ষতি নাই রে॥

সেই ঘন বিড়ম্বি নিবিড় নীল, কান্তিটী
যেন ভুলিনে তিল,
নিত্য নৃত্য করে যেন মোর,
চিত্ত পুলিনে তাইরে॥

সন্ধ্যা আমার হ'ক বন্ধ্যা তাতে নাই কোন শোক,
তর্পণ জল অর্পণ বিনা রুষুক পিতৃ লোক,
ঘুষুক জগত নিন্দা খ্যাতি, তুষুক দুষুক স্বজন জ্ঞাতি,
আমি কিছুতেই ঐ শ্যামল ভাতি,
ভুলিতে নারিব ভাই রে॥

চাহে যোগেন্দ্র সদা গোঁবিন্দ নামার্নবে ভাসিতে,
আর সাধ চিতে, ভকত সহিতে,
নাচিতে, কাঁদিতে, হাঁসিতে,
কবে হেন শুভ দিন আসিবে,
প্রেমানন্দে পরাণ ভাসিবে,
মোহ অন্ধকার নাশিবে, দিব—মোক্ষের
মুখে ছাই রে ॥ ১।১৬ ॥

ভৈরবী—একতালা ।

যথায় কৃষ্ণ নামের ধ্বনি ঃ—
কি অভিমানে, যাওনা সেখানে,
কি ধনেই হয়েছ ধনী ॥
নিধনের ধন যত কিছু, বিনা নাম চিন্তা মনি ।
যারে তুমি চাওরে অবোধ,
এই নামে সে মনির খনি ॥
যুগে যুগে যোগে জেগে
যারে পায়না যোগি ঋষি মুণিঃ—
নামের গুণে সেধন তুমি পেতে যে পার এখনি ॥
যাহার তুমি পড়সন্ধ্যা কর পূজা দিন রজনীঃ—
নামে অন্তে ফলবে যেফল,
তাকি মন বুঝেও বোঝনি ॥

নামের কি অদ্ভূত লীলা, গলায় রে শীলা অশনি।
পোড়ায় পাপ তাপ যত, প্রচণ্ড প্রতাপ এমনি॥
যোগেন্দ্র ঐ নামের গুণে, মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে শুনি।
এমন সুধায় অরুচি যার,
তার মিছে ভার ধরে ধরণী ॥ ২।১৭ ॥

পাহাড়ি পিলু—একতালা।

হরি নামের গুণ নাই জান্‌তে বাঁকি।
নামে টোটে কর্ম্ম বন্ধ জন্ম অন্ধ পায়রে আঁখি ॥
নামের গুণে গরল সুধা, হয় দেখিরে তরল সুধা।
ও'কে নিঙ্গড়িলে এ নিগুড় রস,
নিগম সুধা সিন্ধু ছাকি ॥
কে আবার এ নামের মাঝে নবীন নটবর সাজে,
ত্রিভঙ্গ জলদ কান্তি, যতনে রেখেছে আঁকি ॥
মুরতি টী নামের রোলে,
প্রেমে আবার হেলে দোলে,
যে দেখে সে সকল ভোলে,
যোগেন্দ্র কয় নয়রে ফাঁকি ॥ ৩।১৮ ॥

—০—

বারোঁয়া—ঠুংরি।

হরি বোল বল্‌না ওরে ভাই।
সবাই মিলে ও নাম নিয়ে আয়রে নাচি গাই ॥

তুলে গলে নামের মালা, ভুলে যাই ভবের জ্বালা,
খুলে পড়ুক মায়ার বাঁধন কায়ার বালাই—
কাজ কি পূজা যজ্ঞ যাগে,
নামটী যদি জিহ্বায় জাগে,
কি আনন্দ তার আগে, সর্গ আর কি চাই—
মাতে যারা হরি নামে, তার কি আর পরিনামে,
কামনার নরকে নামে গোলকে পায় ঠাঁই ॥

হরি পদে প্রাণ সঁপে সদা হরি নাম জপে,
তরিল সঙ্কটে প্রহ্লাদ তাকি শোন নাই।
পাতকী যোগেন্দ্রের মত, দীন হীন কত শত,
নামের জোরে ভব ঘোরে তরে
শুন্‌তে পাই ॥ ৪।১৯ ॥

মুলতান—একতালা

হরি নামে কি নাহয়।
কতছন্দ ছোটে কত চন্দ্র ফোটে টোটে অন্ধকারচয় ॥

আলোকে ভরে এ নিখিল বিশ্ব সুরভি পবনে বয়।
শুক পিকাবলী, তোলে হরি বলি,
কাকলি সুধাময় ॥
মূর্খের মুখে নিগম উক্ত,
নিকসে নিগূঢ় শ্লোক সুক্ত,
নামেরি গুণে বধিরে শুনে, মূকেও কথা কয়—
নামের কত কব গুণ, জ্বলে প্রেমাগুণ,
পাতক করে ক্ষয়।
প্রাণ চাতক, পীয়ে ও পিযুষ, পুলক প্রমোদে রয় ॥
নামই সবার সুচনা, নামে নিখিল রচনা,
নামেই হয়রে,
নিতি।নিতি, স্থিতি পালন লয়।
নামে কর্ম্মা কর্ম্ম, ধর্ম্মা ধর্ম্ম, নাশেরে সমুদয়,
হরণ করেরে করণ কারণ, জনম মরণ ভয় ॥
কর নারে অনু ধাবন, নাম যে ভুবন ভাবন,
না ম'জে হেন পাবন নামে, নাম যে নরক দয়ঃ *
কত অসম্ভব লীলা উদ্ভব নামে হয় মিছে নয়।
নামে যোগেন্দ্র জগৎ জাগায়
গায়রে নামেরি জয় ॥ ৫।২০ ॥

* দয় অর্থাৎ যে স্থানে নদীর গভীর জল থাকে।

ইমন—একতালা।

কৃষ্ণ নাম কি মধুর, ওরসে মাতনা রে মন,
যাতায়াত জাত যাতনা হবে দূর ॥
ছুটিবে মায়ায় বন্ধ, ফুটিবে রে কোটি চন্দ্র,
উঠিবে তরঙ্গ প্রেমানন্দ সিন্ধুর ॥
হয় নয় স্বাদ নিয়ে, সাধ পুরা পরখিয়ে,
পেলেরে ওসুধা হ'তে হবে না আর ক্ষুধাতুর ॥
তাই বলিরে যোগীন্দ্র ভজ সদা শ্রীগোবিন্দ,
নাম মকরন্দে মজ, হও যদি চতুর ॥ ৬।২১ ॥

গৌরি—একতালা।

কররে সদা নাম প্রসঙ্গ।
কুসঙ্গ ভুজঙ্গ সঙ্গ, রঙ্গ রস দেরে ভঙ্গ ॥
দিন্ ত অন্ত এল কৃতান্ত, চিন্ত হরি চরণোপান্ত,
অন্ত কালে বিনা শ্রীকান্ত কে হবে রে
তোর অন্তরঙ্গ ॥
ভরসা যত বরষার মত কল্লোলে কত তোলে
তরঙ্গ,
হেলিয়ে দুলিয়ে যেতেছে চলিয়ে নিরাতঙ্কে
তায় ঢালিয়ে অঙ্গ ঃ—

কাল ফুৎকারে উড়ে যাবে সব,
সমুখে দেখিবে বিশাল অর্ণব,
সে সময়ে স্বধু ভরসা কেশব,
আর যত দেখ সব বৈরঙ্গ ॥
মিছে খেলা খেলে কাটালি বেলা,
হেলায় হারালি পারেরি ভেলা,
সাঁতারে পাথারে যাবেরে প্রাণ কিসে পাবি ত্রাণ,
নাহি আতঙ্ক।
দেখিনি এহেন ধাঁধা, সমুখে সে তোর তরণী বাঁধা,
ত্বরা করি ছোট, তাহে গিয়ে ওঠ, না হ'তে
যোগেন্দ্র অবস অঙ্গ ॥ ৭।২২ ॥

০

মল্লার—ঝাঁপতাল।

হরি কে না নাচে তোমারি এ নামে।
আহা সাঙ্গ পাঙ্গ সনে নাচো শ্রীগৌরাঙ্গ হেঃ—
ভাসে অপাঙ্গ সদা প্রেমে ॥
ওসে—নেচে নেচে, যেচে যেচে
বিলাও ঐ নাম হেঃ—
বাছোনা কোন বর্ণ সাজাও আচণ্ডালে
ঐ প্রেম রত্ন দামে ॥

আহা—তব বিরাট তাণ্ডবে, নাচে শাখী পাখী,
নাচে নিখিল বিশ্ব, ডাকে সে প্রাণারামে ॥
ধাধা গুড়ত, ধাধা গুড়ত মৃদঙ্গ তরঙ্গ উঠে হে
করঙ্গ ধারী, তার মাঝে নাচো সুন্দর সুঠামে ॥
কত পাষাণ গ'লে যায়, প্রেম-নদী উজান ধায়,
অলখিতে দলিত করে সে কামেঃ—
যোগেন্দ্রো হে দীননাথ, এ দৃশ্য দেখিলনা ত,
করিতেছে সে দিন পাত, শমন সংগ্রামে ॥
তায়, দিয়ে ও অযাচিত প্রেম হেম বিভূষণ,
পতিত পাবন প্রভু রাখহে আরামে ॥ ৮।২৩ ॥

মল্লার—একতালা। *

যদি শান্তি চাস্‌রে মন।
ঐকান্তিক মানসে ভাবরে ঐকান্তি যে কান্তিতে
মুগ্ধ যোগীগণ ॥
মোহময়ী প্রমোদ মদ সেবনে,
হইয়ে উন্মত্ত রিপু প্রলোভনে,

* এই ৯ ও ১০ নম্বরের গান দুইটী পরে পাওয়া গিয়াছে। এই ২টী ৩য় উচ্ছ্বাসে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু বারম্বার নম্বর কাটা অসুবিধা জন্য ২য় উচ্ছ্বাসেই দেওয়া হইল।

মদন মোহন মুররী বদনে ভুলে রলি বল
কি কারণ ॥

যতই যাবি পাপ পথে, অশান্তির স্রোতে,
হ'তে হবে ততই ভাসমানঃ—
ইহ পর কালে আর পাবিনা নিস্তার,
কালের হাতে
শেষে যাবে প্রাণঃ—
হরি পদ ধ্যান, হরি নাম গান,
বিনা শান্তি আর কিসে বর্ত্তমান,
নৈলে ভেবে দেখ তুমি এই কর্ম্ম ভূমি,
সুধু শোক দুঃখের নিকেতন ॥ ৯।২৪ ॥

—০—

ললিত—ঝাঁপতাল।

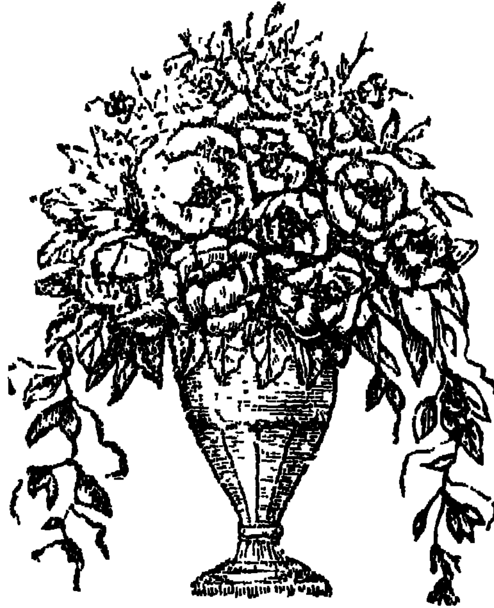
কা চিন্তা মরণে রণে রাখ হরি চরণে মতি।
তরিতে ভবসিন্ধু যদি সাধ তব সম্প্রতি ॥

যে পদে রাখিলে লক্ষ্য লক্ষ অশ্বমেধ ফল,
ভাব—মুদে অক্ষ বক্ষ মাঝে নীরদ মূরতি ॥

কেন—নয়নে দর দরিত বারি,
দীন সুহৃদ দুরিত বারী,

হরি চরিত ত্বরিত শুন—তরিতে দুর্ম্মতিঃ—
রবেনা কোন ভীতি, প্রীতি রাখ সে পদ পঙ্কজে,
হরি যে অনুরাগে কেনা, কে না জানে অবনী মাঝে,
না জেনে যোগেন্দ্র ভোগে এত দুর্গতি ॥ ১০।২৫ ॥

ইতি গীতামৃত-লহর্য্যাং শ্রীশ্রীহরিনাম মহিমা বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ।





তৃতীয় উচ্ছ্বাস

সুরট মল্লার—একতালা

ও প্রেম নাইরে নাটকে নভেলে
নাইরে বেদ পুরাণে, তন্ত্রে কি কোরাণে,
নাই রে ভাই বাইবেলে ॥

চিন্ময় এ প্রেম চিনতে যদি চাও,
বিষয়ের সেবা ফেলে।
সদা—ভক্ত পদধূলি, শিরে লও তুলি,
তবেই যদি কিছু মেলে ॥

এ প্রেমে অভেদ মিলন বিচ্ছেদ,
লালসা উদ্বেগ আদি পরিচ্ছেদ,
এতে—অশ্রু কম্প স্বেদ, স্তম্ভ স্বর ভেদ
মহা ভাব সদা খেলে ॥

এ প্রেম—পার্থিব প্রেমে করে যেবা ভুল,
স্থূলে তার ভুল, মূলে সে বাতুল,

ও সে—মোহের বিভ্রমে, অমৃতের ভ্রমে,
জ্বলন্ত গরল গেলে ॥

এ প্রেম—নাইরে প্রাণায়ামে ধ্যানে ধারণায়,
নাইরে জপে তপে ব্রত পারণায়,
লুকায় এ প্রেম জ্ঞানের তাড়নায়,
তর্কের বাতাস পেলে ঃ—

সুধু—শ্রুত মাত্র নাম এ প্রেম উপজে,
আগে নাদ পরে প্রকাশে রূপ যে,
জীব—শেষে গুণাভাসে, পূর্ণানন্দে ভাসে,
নির্ব্বাণ দুপায় ঠেলে ॥

এ যে—উন্নত উজ্জ্বল অলৌকিক রস,
নয়রে বাহ্যিক রূপাদির বশ,
এতে—নাইরে কামগন্ধ, অহেতু সম্বন্ধ,
মাতে যুবা বৃদ্ধ ছেলে ঃ—

এ প্রেম—গুপ্ত ভাবে আছে সপ্ততল মঠে,
কৃষ্ণের কৃপায় কারো প্রাপ্তি ঘটে,
অভাগা যোগেন্দ্র, এ প্রেমের কেন্দ্র,
হাতে পেয়ে ছেড়ে এলে ॥১।২৬

৮০

খাম্বাজ—একতালা

প্রেম, অমূল্য ধন…(ব্রহ্মাণ্ডে)
সংসারে তা জানে রে ক'জন।
প্রেম বিনা আর, কি আছেরে সার,
তা বিনে অসার অখিল ভুবন ॥

প্রেমের কাছে কি হেমের আদর,
প্রেম অন্তরে প্রকাশ বাহিরে অন্তর,
সিন্ধু নিখিল ব্যেপে আছে, কিন্তু সবাই যাচে,
কেউ দেখে নাই স্বরূপ কেমন ॥

সেই নির্ম্মল প্রেমের সুঠাম স্বরূপ,
গোপিকা কমলে প্রমত্ত মধুপ,
অনেকে চেনে না, কেউ তায় কেনেনা,
বিনা মূল্যে কিন্তু মেলে সে রতন ॥

এ ধন (রাজার) স্বর্ণময় অট্টালিকায় আছে,
কাঙ্গালের কুটীরো উজ্জ্বল করেছে,
এ ধন যার আছে, সেই যেচে দেয়
বেছে বেছে,
জাতি খ্যাতি কিছু বাছেনা সেজন ॥২।২৭॥

-০

খাম্বাজ—একতালা ।

এমন ভাগ্য কবে হবে ।
রসনা সর্ব্বথা, ত্যজি অন্য কথা,
হরেকৃষ্ণ নাম সর্ব্বদা লবে ॥
শ্রীহরি লীলা স্মরিবা মাত্র,
পুলকে শিহরি উঠিবে গাত্র,
মানস মোর দিবস রাত্র,
ঐ হরি প্রেমে বিবশ রবে ॥
দূরে যাবে দম্ভ দ্বেষ অহঙ্কার,
ভাবের আবেশে ছাড়িব হুঙ্কার,
শ্রবণে পশিলে নামেরি ঝঙ্কার,
প্রেমধারা চক্ষে ববে ॥
হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব,
যাঁহারে পাইব হরিরে চাহিব,
দীন ভাবে পদে শির নোয়াইব,
হেরিলে ভক্ত সাধু বৈষ্ণবে ॥
যদি ব্রজে যাই ও রজে লুটাই,
আর যে সৌভাগ্য তার সম নাই,
গিয়ে যোগ পীঠে, এযুগল দীঠে
হেরিব রাধাবল্লভে ॥

যোগেন্দ্রের কৈ তেমন সাধন,
পাবে গোপিকার সঙ্গোপিত ধন,
পঞ্চ ভাবা শক্তি, নব বিধা ভক্তি,
বিনা কে পায় সে রাধামাধবে ॥ ৩।২৮

স্বরট মল্লার—একতালা।

সেইত, প্রেমিক মহাজন।
হরিনাম প্রসঙ্গ তরঙ্গ বদনে সৎসঙ্গ অনুক্ষণ ॥

ভাবে গদ গদ বিদগ্ধ প্রাণ,
মনের মানুষ পেলে হাতে পান বিমান,
নাইক অভিমান মান অপমান
সমান ভাবে তার মন ;—
হরি গুণ শুনিলে অমনি,
নয়নের পথে বহে সুরধুনী,
মত্ত মাতোয়ারা লুটায় ধরণী, তত্ত্ব পথে বিচরণ ॥

বিষয় বিষ তারা বাসেনাক ভাল,
হৃদয় মন্দিরে বৈরাগ্যের আলো,
সত্যের ধ্বজা তুলে, মর্ত্ত্যের কথা ভুলে,
স্বর্গের ভাবে মাতা রন ;—

বৈরিভাব নাই কাহারো সহিত,
আপনার ভাবে আপনি মোহিত,
ত্রিজগতে তার তুলনা রহিত, যোগেন্দ্র যাচেরে
তাহারি চরণ ॥ ৪।২৯।

০

ভৈরব—কাওয়ালী।

মাধুর্য্য সাধক যত, বৈষ্ণব সম্মত,
মাগে ও মন্মথ-মথন মোহন রূপ।
শ্যামল সমুজ্জ্বল, শান্ত সুশীতল,
কান্ত ভাব নব কৈশোর নট-ভূপ ॥
নামে মত্ত তারা প্রেমে আত্মহারা,
ধ্যান ধরে রে অতি অপরূপ।
নবীন নীরদে মথি, মিশায়ে চাঁদের জ্যোতি,
রচে ও মূরতি রুচি অনুরূপ ॥
দলিত করিয়ে কাম, গড়ে ও ললিত ঠাম,
লাবণ্যে করে বিদ্যুতে বিদ্রূপ।
বর্ণ মালা জপে, গলে বনমালা সঁপে,
উছলে কতই তায় রসকূপ,—
ওরূপ—যখনি হিয়ায় বাজে, তখনি মুরলী বাজে,
গুঞ্জরে যেন রে প্রমত্ত মধুপ,—

মহাভাব হিল্লোলে, মূরতিটী হেলে দোলে,
অরূপে আরোপে অনন্ত স্বরূপ ॥
বিচিত্র ভাব জালে, অলকা পরায় ভালে,
কোন কালে হয় না ওরূপে বিরূপ।
রাখিয়ে হৃদয়াম্বুজে, সাদরে সর্ব্বদা পূজে,
জ্বালায়ে ভক্তির দীপ প্রেম-ধূপ,—
দিয়ে—চিদানন্দ চূড়া মাথে,
যোগেন্দ্র চূড়ান্ত মাতে,
রাখে না কামনা আর কোন রূপ।
সদা ও উদার পদারবিন্দ মকরন্দ—
মধুর রসে রয় লোলুপ ॥ ৫।৩০ ॥

০

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

প্রাণের নিতাই ও ভাই নিত্যানন্দ একবার
হৃদে হও জাগরূক্।
হায় হায়, দেখতে আর পারি না রে,
পাপী তাপীর মলিন মুখ ॥
ঘোর কলির ছলনায় ভাই,
ঘুমায়ে পড়েছে নিমাই,
অদ্বৈতের যে তিরোভাব তাই তিলার্দ্ধ নাই সুখ ॥

দেখে ঘোর কলির গ্রাস, বড় কাতর হরিদাস,
ভবে তিষ্ঠিতে সে চায়না আর একটুক্ ॥
।বাস সব শ্রীহীন দেখে, আঁধারে আছে গা ঢেকে,
দেখলে তারে হয় রে বড় দুখ্ ॥
কলির প্রভাবে সকলি আকুল, দেখ্‌ছে কলি
ফুটছে না ফুল,
কে দেয় রে এই অকূলে কূল, তুই হ'লে বৈমুখ ॥
আবার, জাগায়ে সেই ভক্তবৃন্দে,
প্রাণ খুলে ডাক শ্রীগোবিন্দে,
আবার রে সেই প্রেমের স্রোতে
পাপধরণী ভাস্থক ॥ ৬।৩১ ॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রীভগবৎ-প্রেম বর্ণনং নাম
তৃতীয়োচ্ছ্বাসঃ।





চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

স্থরট মল্লার—একতালা।

কে তুমি রে মন ! করি রে বিনয়, দাও পরিচয়,
কররে আমার সংশয় মোচন ॥
তুমি কি সে মধু-মাতোয়ারা অলি,
কিম্বা বসন্তের আধ ফোটা কলি,
নক্ষত্র কি বিধু, তস্কর কি সাধু,
মায়াবী কি তপঃ সিদ্ধ মহাজন ॥
অলি কি কখন নলিনী ত্যেজিয়ে,
কেতকী কাননে কেলি করে গিয়ে,
অলি হ'লে কিরে, বিষয় কেতকীরে,
এত প্রিয় ব'লে করতে আলিঙ্গন,—
যেতে তত্ত্বমসি-সমীরণ ভরে,
সূক্ষ্ম পথে নাদ বিন্দু সরোবরে,
খেতে কত মধু কৃষ্ণ ইন্দিবরে,
নিত্যানন্দ রসে হ'তে নিমগন ॥

যদি সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প বলি তোরে,
হরি পাদ পদ্মে দিতে চাই সাদরে,
অমনি—অঞ্জলির ফুল অঞ্জলির ক্রোড়ে,
হও রে বিশীর্ণ বুঝিনে কারণ ;—
দেখ মন শাস্ত্র করি আলোচনা,
দূষিত কুসুমে হয় না দেবার্চ্চনা,
কীটাদি দংশিত, কিম্বা পর্য্যুষিত,
পুষ্পে সন্তোষিত হন্ কি নারায়ণ ॥
ক্ষণেই প্রফুল্ল ক্ষণেই বিশীর্ণ,
এত নয় কভু কুসুমের চিহ্ন,
দে'খে তোর ছাঁদ, জ্ঞান হয় চাঁদ,
হ্রাস বৃদ্ধি তোর চাঁদেরি মতন ;—
তাতেও সন্দেহ হয় নিরবধি,
বহেনা ত তোতে অমৃতের নদী,
হরিভক্তি রূপা অনূঢ়া-কুমুদী,
হয় কি প্রমোদিত পেয়ে তোর কিরণ ॥
করেছি রে শেষে সঠিক সিদ্ধান্ত,
কৃষ্ণানিশির তুমি নক্ষত্র নিতান্ত,
ধ্বান্ত আর আলোকে, ভ্রান্ত কর লোকে,
নাই কিন্তু তার একটী নিদর্শন ;—

হ'লে সে উদয় স্পষ্ট দেখা যায়,
কাল পুরুষেরে আকাশের গায়,
তোর উদয়ে ঐ, কালান্তকে কই,
স্মৃতির চক্ষে মোরা করি বিলোকন ॥
কে বলিবে তুই কেবলি যে চোর,
চোর হ'লে র'ত চতুরতা তোর,
চোরের এই রীত্, চোরেই পিরীত্,
বিপরীত তোর দেখি আচরণ ;—
শ্রীরাধার সনে যার চির সখ্য,
সেই, মুনী মনো-চোরে নাই তোর লক্ষ্য,
তাঁতে সঁপলে প্রেম, কিছার রত্ন হেম,
মোক্ষ পদেও তোর হ'ত অযতন ॥
সাধুরা যেমন হ'য়ে বুভুক্ষিত,
পরদ্বারে যেতে হয় না দুঃখিত,
মান অপমান, ভাবেরে সমান,
পরধন লাভে নাই আকিঞ্চন ;—
তেম্নি, পরমার্থ তুমি হাতে পেয়ে ছাড়,
পরাধীনে থেকে দিনে দিনে বাড়,
সাধু-সঙ্গ ফলে, যে সুফল ফলে,
পাই কি সে ফল ? তোরে ক'রে আরাধন ॥

মিছাই তোমায় সাধু ব'লে ভাবি,
কেহ নয় তুমি নিশ্চয় মায়াবী,
থেকে দেহ যন্ত্রে, সম্মোহন মন্ত্রে,
নানা ভাবে জীবে করাও নর্ত্তন ;—
তোমারি কুহকে জ্ঞান আঁখি ঢাকা,
কুহু নিশায় দেখি কার্ত্তিকের রাকা,
প্রজীর্ণ পালঙ্কে, রাক্ষসীর অঙ্কে,
নিরাতঙ্কে নিদ্রা যাই অনুক্ষণ ॥
তুমি, তপঃসিদ্ধ মহা পুরুষ কি তবে,
নিয়ত সাঁতারো মহান্ অর্ণবে,
খাও হাবুডুবু, ভয় নাই তবু,
মহাসুখে কাল কররে যাপন ;—
ক্ষিপ্রপ্রায় ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে,
তোর মত কেবা তড়িদ্বেগে ভ্রমে,
তুমিরে যোগীন্দ্র, শ্রীরাধা-গোবিন্দ,
পদারবিন্দ মোরে করাও দরশন ॥ ১৩২ ॥

ললিত—খেম্‌টা।

একেবারে হ'স্‌নেরে মন গাধা।
বিষয় বাণিজ্য কর তাতে দি না বাধা ॥

অষ্ট যামের অর্দ্ধযাম না হয় তারো আধা।
নয়ন মুদে ভাব হৃদে শ্যামের বামে রাধা॥
যুগল নামে সেধে নেরে সারি গামা পাধা।
নিখাদে তান উঠ্‌বে যখন ছুট্‌বে মনের ধাঁধা॥
যোগেন্দ্রের রাখ্‌রে কথা ঘুচ্‌বে কালের বাঁধা।
নিরাপদে হবেরে তোর সকল কাজ সমাধা॥
যদি বলিস্ পাপী আমি পুর্‌বে কি মোর সাধা।
সেভয় তুমি ক'র নারে, তার সাক্ষী
জগা মাধা॥ ২।৩৩॥

-০-

সুরট মল্লার—একতালা।

রে-অবোধ পাশা খেলায় দেখি যে তোর বড়ই সক্।
চাল্‌ছ পাশা হেঁকে ডেকে, চাল্‌ছ গুটি এঁকে বেকে,
বিপক্ষের ঘরে ঢুকে মার্‌ছ কত ঠকাঠক্।
নকল খেলা খেল্‌ছ বসি,
হার্‌লে ব্যাজার জিতলে খুসি,
ক্ষতি বৃদ্ধি আছে কি তায় কানা কড়া কপর্দ্দক্॥
গুটি কতক দিনের তরে, আমাদেকি গুটিক'রে,
খেলছে যে কাল বিছাইয়ে মায়ার ছক্।

তাকি ভাই দেখনা চোক্ষে, বসেছে তোর বিপক্ষে,
* দিয়া দানী ছুজন তাদের কি চটক্।
তারা ঘুরাচ্ছে তোয় ঘরে ঘরে,
সকাল হ'তে সন্ধ্যাতক॥
পাকাচ্ছে কাঁচাচ্ছে কত, অবিরত মনের মত,
ঘরে যেতেই মেরে দিচ্ছে, আচানক্।
ত্রিগুণের পাশ্টী তিন খান, যা বলে ফেলাচ্ছে দান,
পড়্ছে তাই কর্‌ছে যে তোরে আটক।
যোগেন্দ্র কয় জাননা যে খেলয়াড়টী ভয়ানক্।
জিন্তে যদি চাও তবে, চিন্তে কর শ্রীমাধবে,
সে বই ভবে কেহ নাই আর নিস্তারক্,—
তাঁরি হাতে সঁপে গুটি, তুই একবার নেরে ছুটী,
ছুটী দিন বাদে দেখ্‌তে পাবি কি পুলক্,—
তিলেক মধ্যে জিন্‌বি ত্রিলোক,
বিনামূলে কিন্‌বি হক্,—
ভূলোক তুচ্ছ হ'বে গোলোক চোখের কাছে
দিবে ঝলক॥ ৩।৩৪

* দিয়া দানী, যে নিজে না খেলিয়া অন্যের পক্ষে গুটি চালনা করে।

——০——

মিশ্র ভূপালী—খেমটা।

(ভবের) ঘুর্‌কিতে মন্ চর্‌খি ঘুরায় তোরে।
ঘুচ্‌লে ঘুর্‌কি, নিকট দূর কি,
চোখের কাছেই সকল ঘোরে॥
সূর্য্য শশী কোথায় রয়, কোথায় হ'তে হয় উদয়,
কোথায় অস্ত, সে সমস্ত,
দেখ্‌তে পাওনা মায়ার ঘোরে॥
দেখতে পাওনা তারার গতি,
লোকান্তরের কি পদ্ধতি,
পাঁও না জা'ন্তে, হাস্‌তে কা'ন্তে,
বদ্ধ হও রে কালের ডোরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বরুণ বায়ু বৈশ্বানর,
ইন্দ্রাদি রয় মুঠের ভিতর,
এ ঘোর মোহ নিশির ভোরে॥
জন্ম মরণ জরা ব্যাধি, দূরে যাবে সকল আধি,
ছোবে না তোয় আর কামাদি,
বস্ রে ভাই সমাধি ধরে॥
* বেদ উক্ত নাম সূক্ত, জপ্‌লে মোহ হবে মুক্ত,
ম'লেও রবি শ্রীযুক্ত,
যোগেন্দ্র তুই যোগের জোরে॥৪।৩৫॥

---

* পাঠান্তর—জপ হরি নাম সূক্ত ভব পাশে হবি মুক্ত,
যোগেন্দ্র এ ভবের সুখ্ত দেখ্‌লি রে সব পরখ্ করে॥

স্থরট মল্লার—কাওয়ালী।

একবার— চেয়ে দ্যাখ্‌রে তোর উপর খোপ্‌।
দেখ্‌বি— তোতেই রাধা তোতেই কৃষ্ণ,
তোতেই যশোদা নন্দ গোপ ॥
দেখ্‌বি—তোতেই ব্রজের বালকে,
ঝলকিছে কোটী চাঁদের আলোকে,
দেখ্‌বি—তোতেই গোপ-কামিনী,
করিছে দামিনী-দর্প লোপ ॥
তোতেই—যমুনা কল নাদিনী,
মুরলী তানে উন্মাদিনী,
দেখ্‌বি—তোতেই মোহন, কুঞ্জ শোহন,
অতি গোপন লতিকা ঝোপ।
দেখ্‌বি তোতেই পূর্ব্বরাগ রঙ্গ,
নিত্য রাস রস তরঙ্গ,
গোচারণ গিরি ধারণ,
করিতে বারণ ইন্দ্রকোপ ॥
দেখ্‌বি—তোতেই পূতনা ঘাতন,
তোতেই দানব নিপাতন,
তোতেই রোপেছে চতুরানন
লীলা কল্প তরুর থোপ,—

তাই বলি মায়া আবরণ তোল,
যোগেন্দ্রের ঘুচে যাক্ সব গোল,
জ্ঞান আঁখি খোল, হরি হরি বোল,
হরি পদে মন কর আরোপ ॥ ৫।৩৬ ॥

—o—

কালেংড়া—যৎ।

তুমি, হারায়েছ রে যে রতন
পাবেরে তা খুঁজে দে'খ।
পেলে ঐ প্রেম ইন্দুকে এ হেম সিন্দুকে রে'খ।
বৈরাগ্য রে'খ প্রহরী, কার সাধ্য লয় হরি,
তুমিও ভাই হরি নামের হুঙ্কার
ছে'ড়ে জেগে থে'ক ॥
আঁধারে থাকা কি ভাল,
জ্বাল ভক্তি প্রেমের আলো,
তার, ছটা দেখ্‌লে ডরে কাল,
ছ টা চোরি হ'বে ভে'ক ॥
রাখ্‌লে যোগেন্দ্রের কথা,
পেতে আর হবেনা ব্যথা,
সে ধন, প্রতিদিন হয়, যত সঞ্চয়,
তার একটী হিসাব লে'খ ॥ ৬।৩৭ ॥

সুরট—কাওয়ালী।

মন ধররে ধররে ঐ মনো চোরে
ওসে বাঁশী ধরা ধড়া পরা, সহজে দেয়না ধরা,
লুকায়ে লুকায়ে, মোহ ঘোরে ঘোরে ॥
ওসে—তমাল দলিত নব মেঘ মাল নিভ,
কাল বরণে যদি ধরিতে সাধ তব,
জ্ঞানালো জ্বাল তবে, এ তমোজালো যাবে,
দেখ্‌বে তোর আছে অন্তরালো ক'রে ;—
দেখা পেলে তার যেন ছেড় না ছেড় না আর,
একবার ছেড়ে দিলে খুঁজে পাওয়া হবে ভার,
ধ'রে ওরে বাঁধ জোরে, কঠিন প্রেম ডোরে ;
যোগেন্দ্রে রেখ ওর প্রহরী ক'রে ॥ ৭।৩৮।

·০·

আলিয়া—তেতলো।

মন তোর একের দোষে পাঁচের ঘরটী নষ্ট পায়।
হ'য়ে প্রধান তুই নাই তোর কষ্ট তায়।
ষড়্‌রিপুর সঙ্গে মিলে, নিয়ত কাল বেড়াস খেলে,
চাস্‌না একবার চোকটী মেলে,
পরের ঘাড়ে চাপাস্‌ দায় ॥

থাক্‌তে তুই বর্ত্তমান যদি, পাঁচ জনাতে পৃথক হয়,
ঘুচ্‌বেরে তোর সকল আশা, প্রবল হয়ে রিপুচয়,
ডুবাবে তোয় অকূল অগাধে নিশ্চয়।
লুটে জমি পাঠাবে তোয় যমালয়,—
দূর ক'রে দে রিপুকুলে, পাঁচের সঙ্গে মিলে জুলে,
লাভ দূরে থাক্ মূল রক্ষার কর উপায়॥
অলসেতে ভোগে লোক, নানা রোগ শোক দুখ,
প্রত্যক্ষ দেখেও তবু, হ'লনা জ্ঞান একটুক,
বিবেক বলে এখনো বাঁধরে বুক,
অলসে কমলা হন্ রে বৈমুখ,
শ্রী নাই যার চিত্তমাঝে, শ্রীনাথ কি সেথা বিরাজে,
যোগেন্দ্র তা বোঝে না যে,
এ যে বিষম অনুপায়॥৮।৩৯॥

——০——

মুলতান—একতালা।

নির্জ্জনে মন, নীরদবরণ, চরণ স্মরণ কর রে।
যাবে—লাঞ্ছনা তাড়না, ঘুচিবে ভাবনা জ্বর রে॥
মায়ার বন্ধন হবেরে শিথিল,
বিষয় বাসনা রবে না এক তিল,
পূর্ণশান্তিময় হেরিবে নিখিল, বাঁধবে না শমন করে॥

যে—যা কয় কো'ক, ক'রনা রে শোক,
ডাক সে ত্রিলোকনাথে ;
ভেবে দেখরে মন, মুদিলে নয়ন,
কেউত যাবে না সাথে ;
দারাসুতে কেবল বাড়ায় মমতা,
তাড়ায় ভাব ভক্তি ছাড়ায় হরিকথা,
তাদের কথা শুনে কেন পাসরে ব্যথা,
নাই কি প্রাণে তোর ডররে ॥
এই অপার ভবে আর, সে বই নাই নিস্তার ,
উচ্চ নিচ তার কাছে সমতুল; পড়ে এ ভব বিপাকে,
যে জন তারে ডাকে, অনায়াসে সে যে পায় কূল,
এ হেন বান্ধবে ভুলনা ভুলনা,
অসার প্রসঙ্গ তু'ল না তু'ল না
বিষয় পরিহরি বল হরি হরি,
পাবিনে আর অবসর রে ॥৯।৪০॥

——o——

খাম্বাজ—একতালা।

মতি—মজ সে পর পুরুষে। ত্রিজগত গুরু সে,
যা চাবে তার পাশে, পাবে অনায়াসে,
জাননা কল্পতরু সে ॥

পর সে কিন্তু পর নয়, যার পরশে পরম সুখোদয়,
যারপর নাই সে যে প্রেমময়, ওরে তার পর কেবা,
পরখে তায় যেবা, দুখ ভার করে গুরু সে ॥
নাহি রে তার রূপের শেষ,
মুনি জন মনোমোহন বেশ,
গুণ বিশেষ গুণ অশেষ, সে যে লম্পটশীল,
ভুলায় নিখিল, নাচায়ে দুটী ভুরু সে ॥
সে পর পুরুষে কে না যাচে,
মহাসতী তার বুকে নাচে,
যোগেন্দ্র কয় যে চায় তায়,
ওসে—ত্যজে হেম রতন, পরে প্রেম ভূষণ,
মাখে বিবেক অগুরু সে ॥১০।৪১॥

—০—

আলিয়া—তেতালা।

এমন্ কি সঞ্চিত আছে সাধনবল।
তুই—কি সাহসে ভ্রান্ত চিত, দেবেন্দ্র অর্চ্চিত,
হর বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদাশ্রিত হ'তে চাস রে বল ॥
ও মন! ভবের দুর্লভ, ভবের হৃদি পদ্মের ধন,
হ'য়ে যে পদপ্রত্যাশী,

উদাসী যোগী সন্ন্যাসী, যুগযুগান্তরে করে
কঠোর যোগ সাধন,
তবু ও চরণে ছায়া পায় না মন,
যেমন বামন চায় ধর্‌তে শশধর,
পঙ্গুর সাধ লঙ্ঘিতে ভূধর, তেম্‌নি ধারা দুরাশা
তোর এ কেবল ॥
যদি—কণা মাত্র থাক্‌ত দেহে ভক্তি জোর,
কঠোর সাধন থাকুক্ দূরে, দিনান্তে দীনবন্ধুরে,
ডাক্‌তে যদি হ'য়ে তাঁর প্রেমে ভোর ;
তবে—কথঞ্চিত সাজিত এ আশা তোর ;
নৈলে—ম'জে সতত পাপার্ণবে,
পেতে সাধ পদ পল্লবে,
মুক্ত হ'তে চাস্‌রে এ মায়া শৃঙ্খলে ॥১১।৪২॥

ভৈরব—একতালা।

কৃপা-জলধি জলদ বরণে।
মন—ভাবনা, ভাবনা, রবে না, রবে না,
ভবসাগর তরণে ॥
সদা—মরণ-বারী চরণ তাঁরি,
ভকতি প্রেমাভরণে।

ছেড়ে—পাপ বরত, সাজ অবিরত,

রত রও নাম স্মরণে ॥

শুদ্ধাচারে সাধরে তাঁরে,

শ্রদ্ধাদি উপকরণে।

কি ছার রতন, কররে যতন,

ভাব কুসমাহরণে ;—

তাঁরে—প্রাণনাথ বলি, দেরে প্রেমাঞ্জলি,

কি ফল কাল হরণে ;—

ভু'লনা ভু'লনা ভু'লনা যোগেন্দ্র,

ওপদ জীবনে-মরণে ॥১২।৪২॥

—॰—

ভৈরবী মিশ্র—তাল আড়া ঠেকা।

ঘরের বিবাদ মিটাও ত্বরা,

নইলে সাজেনারে মন্ তোর,

পরের সনে দ্বন্দ্ব করা ॥

ঘরে ছটী শত্রু সহ (ও তোর)

অহরহ্ ঘোর কলহ,

জোর করে তোর সকল বিষয়

বেদখল যে কল্লে ওরা ॥

আর) থেকে মোহ মদে মাতা,

(আহা) দেখেও যে দেখনা তা,

একি অসম্ভব ভাব তোর,

জ্ঞান নাইরে বাঁচা মরা ॥ ১৩।৪৪ ॥

-o—

সুরট—তেতালা।

ভীষণ ভব অরণ্যে কর বাস।

শমন সিংহে কি নাহি রে ত্রাস ;

তা কি জাননা রে মন মৃগ,

সে যে তোরে করবে গ্রাস ॥

যারে, প্রিয় ভাব সে ছ ব্যাধে,

বেঁধে রেখেছে অবাধে,

অবোধ রে তোর গলে দিয়ে মায়া ফাঁস।

এখন তাদের ত্যাজ সহবাস, ওরে এড়াতে বন্ধন

ও মন সাধন বল কর প্রকাশ ॥

না হয় কর রে কামাদি বশ,

পাবি না ফুরালে দিবস,

অবশ দেহে ত্রাণ পাবার অবকাশ।

ডাক যোগেন্দ্রের সাথে, থাকিতে দিন দীননাথে,

মৃগেন্দ্রের হাতে যদি বাঁচার আশ, তবে হবে না

আর ভবে বাস, ত্বরা এ বন পরিহরি,
হরিণ, যাবি রে শ্রীহরির পাশ॥ ১৪।৪৫

০—

বাগেশ্রী—আড়া।

ভয়ঙ্কর আশা নদী নাহি পারাপার।
মনোরথ জল তৃষ্ণা তরঙ্গ বিস্তর॥
তাহে, ভাসেরে ক্রোধ কুম্ভীর,
সে নদী অতি গভীর
ভীষণ মোহ আবর্ত্ত ঘুরে অনিবার॥
ধৈর্য্য রূপ তরুবর, ভাঙ্গেরে অষ্টপ্রহর,
অতীব উন্নত চিন্তা স্বরূপ দুধার॥
যোগেন্দ্র পুরুষ, যারা, তপোবলে তরে তারা,
এ বারি তরিতে মন!
কি সাধ্য তোমার॥১৫।৪৬॥

—০

মুলতান—একতালা।

গুরু কি ধন জান্‌লে না সে অসৎ সঙ্গে থেকে
আলি শোনার বরণ ধ'রে, গেলি কালী মেখে॥
দিনান্তে সে দীননাথে, ঊর্দ্ধ মুখে ঊর্দ্ধ হাতে,
ভাবে ভুলে প্রেমে মেতে, দেখ্‌লি না রে ডেকে

বিপদের উপরে বিপদ; তথাপি ভাব না শ্রীপদ,
কথায় বলে লোকে নাকি শিখে ঠেকে,
তোরে, তার দেখি বিপরীত,
যতই বিপদ ততই অহিত,
যোগেন্দ্র যা বলে বিহিত,
তাই শোন্ আ'জ থেকে ॥১৬।৪৭॥

সুরট—একতালা।

মন—আছ কি উৎসবে মেতে।
দেখ্‌বে—দুদিন পরে তোর, দুর্দ্দিন প'ড়ে ঘোর,
যমঘরে হবে যে'তে ॥

ও তোর—বিষয় মদিরা পানে নিয়ত,
সদসৎ জ্ঞান হয়েছে নিহত,
ও তোর—সদা দম্ভ দ্বেষ, অধর্ম্মে আবেশ,
ক্ষান্ত দিবি কবে এ'তে ॥

উচ্চৈঃস্বরে ডাক সর্ব্ব বর্ণ যারে,
বর্ণনায় যাঁর সর্ব্ব বর্ণ হারে,
ভাব্‌তে যদি সেই ভবকর্ণধারে,
ও রে, পার তবে পেতে ;—

যোগেন্দ্র তা ছেড়ে কিবা অভিলাষে,
অভিভূত সদা অলসে বিলাসে,
ও তোর—হ'ত কি বিপদ, যদি অভয়দ,
ও পদ পল্লবে চে'তে ॥১৭।৪৮॥

ললিত ভৈরব—রামপ্রসাদি।

ও মন আর ভুলনা তারে,
ওযে—তারে, এই ভব পাথারে,
(বলরে) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কাল পালাবে সে হুঙ্কারে ॥
প্রাণের দুয়ার, খোলরে একবার, ওরে—
ওতে আমার আছে দেখবার ; দেখ্‌ব—
গোপীর সঙ্গোপিত ধন, ঐ পীতবসন ছেলেটারে ॥
ওরে, ওকে বড় ভালবাসি, ওর রূপে ঝরে সুধারাশি
কি সুন্দর মধুর হাসি, আহা বাঁশীটী অধরে ;—
দেখ্‌লে কত আনন্দ যে পাই,
সে কথা বল্‌ব কিরে ভাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ ক'রে, ভাসি রসের পারাবারে ॥
দেখার মত দেখ্‌তে চে'লে,
ডাকার মত ডাকটী দিলে,

অম্‌নি এসে দাঁড়ায় ছেলে,
ঐ কেলে সোনা হৃদ্‌মাঝারে ॥

তখন, দেখ্‌তে পাইরে কত স্বর্গ,
চাইনে আর চতুর্ব্বর্গ,
ভব রোগে হয় যোগেন্দ্র,
আরোগ্য যে একেবারে ॥১৮।৪৯॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

হরি বোল বল্‌না আমার মন।
পরিণামে হরিধামে করবিরে গমন ॥

দে'খায়ে তাঁর রূপের ছটা
শুনায়ে তাঁর লীলার ঘটা,
ঘরে আছে শত্রু ছটা, কর্ তাদের দমন ॥

ঘরেই তাঁর রূপের মেলা,
ঘরেই তাঁর লীলা খেলা,
দেখ্‌নারে ক'রে হেলা, নিকটে শমন ॥

জপে তপে হবেনা কিছু,
মিছে ধাও তার পিছু পিছু,

প্রেম ভক্তি অনুরাগে,
যোগেন্দ্র যেমন জাগে,
তেম্‌নি ধারা অন্তর্যাগে,
আত্মায় কর রমণ ॥ ১৯।৫০ ॥

(রামপ্রসাদি সুর।)

কালেংড়া—জৎ।

আবার তায় হারলি।
কত—লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাড়না সহিয়ে
যে রতন পেয়েছিলি ॥
সে রতন পেলে, পাগল হই ব'লে,
তাকি, ভাসায়ে দিলি রে মোহের কল্লোলে,
এত যদি মন, ছিল তোর মনে,
কেন তবে দিয়েছিলি ॥

সেঁ রতন পয়ে মেতেছিলি চিত,
তাই, ক'রে ছিলি মাতালে পিরীত,
দেখ্‌ছি তো তায় বিপরীত,
তারা চোখে মুখে দিয়ে বালি ;—
হ'রে নিল সেই মহামূল্য ধন,
ভবের দুর্লভ জীবনের জীবন,

তারে হয়ে হারা, সারা দিন কেঁদে কেঁদে
সারাহলি ॥

খুঁজেও পাইনা ভাবের মাতাল,
তাই ভাবি মন আকাশ পাতাল,
তাই কার লিখো মাথা, খুঁজো তার পাতা,
তাতে দেখযে কেবল পাতালি ॥

যোগেন্দ্রের এই নিবেদন ভাই;
এ সকল ছেড়ে চল বিরলে যাই,
দু'টী পায়ে ধরি, বল হরি হরি,
পাবি সে রতন আজি কি কালি ॥ ২০।৫১ ॥

—০—

সুরট—একতালা।

এত বল্‌বার কথা নয়, বল্‌তে মনে বড় ব্যাথা হয়।
মন সম্মুখে থাকিতে সুধার সাগর,
সংসার নরকে ডুবে রয় ॥

ওসে উদ্ধারের উপায় একবারো ভাবেনা,
সাধু সঙ্গ কিম্বা সুপথে যাবেনা,
দগ্ধবিষে রুচি দুগ্ধ খাবে না, মোহ মদে
মুগ্ধ অতিশয় ॥

কতই বুঝাই কিছুতে বোঝে না,
হৃদয়ের মাঝে কি আছে খোজেনা,
কামাদির সহ কদাপি যোঝেনা,
পূজে না গুরু পদদ্বয় ;—
বুঝিনা উহার কিযে অভিপ্রায়,
আস্তিক হয়েও নাস্তিকের প্রায়,
মাৎসর্য্য প্রভাবে মত্ত থাকে প্রায়,
ভগবানে নাই ভক্তি ভয় ॥

জেনেও যেন মন কিছুই জানেনা,
রাধা কৃষ্ণ পানে দৃষ্টি হানে না,
ধ্যানেও একবার ও ভাব আনে না,
মানে না কর্ম্মাদি চতুষ্টয় ;—
ও যে দুষ্ট জন সঙ্গে তুষ্ট রয় ভারি,
বোঝেনা কখন ইষ্ট আপনারি,
এ যে অদৃষ্টের লিখন, যোগেন্দ্রের এখন,
ভরসা শ্রীহরি দয়াময় ॥ ২১।৫২ ॥

সুরট জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

বিপদ ভয় বারণ, যে জন রে মন,
তাঁরে কেন ভজনা, মজ বিষয় বিষ-সাগরে।

নিকট তোর বিকট কাল-সঙ্কট করাল রে ;—
তখন হবে কি কেউ সাথী,
সে সাঙ্গাতি যে অরাতি হবে
কাল রাতি না আসিতে তাঁরে ডাকরে ॥
ওতোর ার বাসা ভাসায়ে দে
প্রেম অশ্রুধারে ;—
ভাষার আশা পুরারে হরি নাম হুঙ্কারে ॥
ওতোর নাসার ি ন গেলে কি হয়,
আর—আসার ভয় যাতে না রয়,
তারি উপায় কর্ ত্বরায়, ঘেরিল রে আঁধারে ;—
হেথা—যাতেই কেন সুখ্ না চাও
তাতেই ঘোর বিভ্রাট,
দে'খে শু'নে জ্ব'লে আগুনে ঘুঁচিলনারে ঠাট নাট,
হেথাকার সব ফাঁকি, বুঝিবিরে মুদিলে আঁখি,
যোগেন্দ্র ভুলেছ তা কি, পড়ে এ
মোহ ঘোরে ॥।২২।৫৩ ॥

মল্লার—কাওয়ালী।

যদি—হ'তে চাও মন কৌল চূড়ামণি,
পঞ্চ ভাব পঞ্চতত্ত্ব, অভেদ জেনে লও সত্ত্ব,
প্রেমানন্দে মত্ত রও দিন রজনী ॥

অত্যধিক মদ্য পানে যে অবস্থা আনে প্রাণে,
সেই ভাব শান্তরস তত্ত্ব জ্ঞানে সবাই জানে,
মতি রেখে শক্তি-পদে, এ সাধনা ভক্তি মদে,
তুমি তার অন্যথা কর বিনা সদ্‌গুরু করণী ॥

মাংস সাধকের অর্থ আত্মসেবা পরায়ণ,
তাই তার দাস্য নাম দিয়াছে বৈষ্ণবগণ,
মৎস্য সেত মৎস্থ রূপী, সখ্যভাব তায় আরোপী,
দেখায়েছে সরল সাধন শরণী ;—

আত্মার প্রকাশ আর ঈশ্বরের জন্ম এক,
বাৎসল্য মুদ্রা তাই ভিন্ন নয় ভেবে দেখ,
মৈথুন মধুর রস, শ্রীগোবিন্দ যাতে বশ,
যোগেন্দ্র মাগে ঐ রস রাধাভাব
উদ্দীপনী ॥ ২৩।৫৪ ॥

-০-

সিন্ধু—আড় কাওয়ালী।

কেন সামান্য ধনের আশে, পরবাসে পরবশে,
কারাবাসে কর কাল যাপন।
এড়াবে কি জাত মৃত যাতায়াত দায়,
তায়—এধনে বাড়াবে আরো যাতনারে মন ॥

শতদল-দল জল, জীবন চঞ্চল,
টলমল করে অনুক্ষণ ;—
তাহে তড়িত রেখা সম সুখেরি দেখা পেতে,
পেতেছ কতই ফাঁদ নাহি নিরূপণ ॥

এত কি প্রবল তোর দারুণ ধন পিপাসা,
যত পাও তত চাও তথাপি মিটেনা আশা,
যে জন এ ধন চায়, ত্বরা সে নিধন পায়,
জেনে শুনে কেনরে সেধনে, এত ভাল বাসা ;—
যে ধন নয়ন মন আনন্দ বৰ্দ্ধন,
শমন বন্ধন করে বিমোচন,
পাইলে যে সম্পদ, তুচ্ছ ইন্দ্রপদ,
কররে যোগেন্দ্র সেই ধন উপাৰ্জ্জন ॥ ২৪।৫৫ ॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং মনঃপ্রবোধো নাম
চতুর্থোচ্ছ্বাসঃ।





পঞ্চম উচ্ছাস।

স্থরট মল্লার—কাওয়ালী।

চাঁদিতে গড়িল এ চৌদল কোন কারিকরে।
চাঁদি সোনা তার কাছে ছার,
চাঁদিমার গৌরব হরে॥
বিসর্গের কড়িতে ঝোলে,
তিন গাছি দড়িতে দোলে,
সে দড়ি জড়িত রে ভাই, তড়িৎ সূর্য্য স্থধাকরে॥
চৌদলের মাথার উপর, সহস্রদল পদ্মের টোপর,
পঞ্চাশত বর্ণের ঝালর, শোভে তার পর্ণ কেশরে॥
দ্বিদলের মূলে গাঁথা, যোড়শদল ফুলের ছাতা,
নীচে তার আসন পাতা, দ্বাদশ দল পদ্মের উপরে॥
কিবা তার শোভার ঘটা, প্রভাত প্রভাকরের ছটা,
দেখ্না তায় একাকারে, রাধাকৃষ্ণ বিরাজ করে॥
তার নীচে তিন মঞ্চে, বিধি বিষ্ণু শিব রঞ্চে ;
যোগেন্দ্র সদা বাঞ্ছে, ঐ রূপ জাগে অন্তরে॥১৫৬॥

—০—

সুরট—কাওয়ালী।

সাধন সিদ্ধি সহজে কি হয়।
যদি—কৃপা করেন কৃপাময় তবেই হয় নৈলে নয়॥

জপের মাত্রা কল্লে বৃদ্ধি, এযাত্রায় হবেনা সিদ্ধি,
জপাৎ সিদ্ধি যদিও শিব কয়।
কলির জীব দুর্ব্বল অতি, নিয়ত কাল চঞ্চল মতি,
তবে জপে স্থির কি তারা রয়।
ব্রজের প্রেমে মন না সঁপে, বৃথায় জীব শীতাতপে,
তপের তাপে তনু করে ক্ষয় ;—
তাই ভাব সাধনা ক'রে ভক্ত নাম-গানে মত্ত রয়॥

অহৈতুকী অনুরাগে, সে জন জাগে অন্তর্যাগে,
তারি ভাগ্যে শীঘ্র ফলোদয় ;—
গোপীর ভাবে গুপ্ত ভাবে, ভাবে তারা পদ্মনাভে,
নাই সে ভাবের সময় অসতয়
তারা—সে ভবদুর্ল্লভ, রাধাবল্লভ পদপল্লব,
অচিরাৎ লভে অসংশয়।
যোগেন্দ্র কোন্ পুণ্য বলে
কব্‌বে সে প্রেম সঞ্চয়॥২।৫৭॥

——০——

ভৈরবী—একতালা।

কেন যে বিরসে বিরলেতে বসে,
নয়নেরি জলে ভাসি।
মরমেরি ব থা মরমে জাগে তা,
সরমে না পরকাশি॥

কে হেন সুহৃদ আছে, দুখ কর কার কাছে,
জ্বলে যে অনল হিয়ার মাঝারে,
কে নিভায় বল আসি॥

পড়েছি বিষম বাঁধনে, ধায়নারে মন সাধনে,
ধরম করম সকলি গেলরে,
কেমনে কাটী এ ফাঁসি॥৩৫৮॥

—০—

ভৈরবী—একতালা।

দংশিছে সদা শত ভুজঙ্গ জারিল অঙ্গ বিষে।
বিনা—কাল কালীয় দমন এ জ্বালা,
জুড়াই আমি কিসে॥

সতত বিতত পাপে বিব্রত অসৎ সঙ্গে মিসে;—
ভাবি—-ভজি গোবিন্দ পদারবিন্দ
মোহে মজি নিমিষে॥

সংসার ঘোর তপনতাপে শোষিছে পরমায়ু,
তবু—করিনাক কভু সেবন সাধুসঙ্গ—শীতল বায়ু।
শ্রীশুক মুখ গলিত শ্রীহরি,
ললিত লীলা পীযূষ লহরী,
পরিহরি আট প্রহরি বিহরি, বিষ সাগরে হরিষে ॥
দান ধ্যান জপ তপ কিছু হলনা ভাগ্য দোষে,
বিজ্ঞান পথ রুদ্ধ নিয়ত শুদ্ধ রিপুর দোষে ;—
কি হবে যোগেন্দ্রের পরিণাম,
অলস রসনা নিতে হরিনাম,
বিনা সদ্‌গুরু সংযোগ, এ কিরে দুর্ভোগ,
পাইনে সাধন দিশে ॥৪।৫৯॥

মূলতান—একতালা।

ভাবি তাই কোথায় যাই।
আমার আপনার বল্‌তে কেহ নাই ;—
আছে, ভার্য্যাদি তনয়, জ্ঞাতি বন্ধুচয়,
সবাই শত্রু দেখি যে দিকে চাই ॥ *
রাখাল সখা সেই কাল বালকটীকে,
এ কাল তুফানে কতই দেখিলাম ডেকে,

* পাঠান্তরে সবাই বৈরী আমি দেখ্‌তে যে পাই

ওসে, একবারও আসে না, ভয় তো নাশে না,
পাতকীর সখা সে নাকি ভাই ॥

অকূল সমুদ্রে তরঙ্গ উত্তাল,
জীর্ণ তরি তায় ছিন্ন ভিন্ন পাল,
শক্তি নাই যে ধরি ভক্তি কেরয়াল,
ঘোর আন্ধার যে দিকে চাই ;—

তার মাঝে মা মোর খ্যাপা দিগম্বরী,
কালের বুকে খেলে ছুটোছুটি করি,
ওসে, নাচে আর নাচায়, ফিরেও না চায়,
কে বাঁচায় এখন কারে বা পাই ॥

পিতা মোর পাগল ভোলা আশুতোষ,
যোগ ভাঙ্গিলে তাঁর ভয়ঙ্কর রোষ,
ডাকিনে ভয়ে, আছি নিরব হয়ে,
কাল জয়ের আশায় ছাই ;—

আঁখি দুটী মুদে বাকি কটা দিন,
ভাব্‌তে চাই হৃদে সে নীল নলিন,
কামাদি তায় বাদা, ভাঙ্গে সে সমাধি,
যোগেন্দ্রের গতি কি হবে সুধাই ॥৫।৬০॥

—o—

ভৈরবী—একতালা।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
জুড়াবার নাই স্থান রে।
যেথা সেথা যাই, যে দিকেই চাই,
নিরখি ঘোর শ্মশান রে॥
বহেনা রে আর সুখের বাতাস,
চারিপাশে সুধু শোকের উচ্ছ্বাস,
শুনি হা হুতাশ, সদীর্ঘ নিশ্বাস,
সদাই উদাস প্রাণ রে॥
সর্পসম সবে ঢালে হলাহল,
তাহে অশান্তির ঘোর কোলাহল,
জ্বলিতেছে চিতে যেন চিতানল,
তিলেকো নাহি নির্ব্বাণ রে॥
দয়া করে মোরে ব'লে দেরে ভাই,
কোথা গেলে পর শান্তিসুধা পাই,
কোথা শান্তিদাতা, ত্রিজগৎ ত্রাতা,
ব'লে দে তারি সন্ধান রে॥৬।৬১॥

০

ললিত ভৈরব—একতালা।

আমি—সাধে কি হয়েছি পাগলের মতন।
বিষয়ে কি বাসে বসেনা এ মন॥

ওরে—দয়াল গুরু দয়া ক'রে মোরে
দিয়েছিল একটী অমূল্য রতন।
ও তার—যতন না জেনে, কি ধন না চিনে,
অতলেরি তলে হয়েছে পতন॥
সে ধন, পে'লে পরে ভাই, তবে শান্তি পাই,
ঘুচে যায় আমার এভাব এখন।
তা—আর কি পাব রে, তন্ন তন্ন ক'রে,
বাহিরে আর ঘরে করি অন্বেষণ॥
কাননেও আমার খুঁজিতে বাঁকী নাই,
জলে স্থলে খুঁজি কোথাও না পাই,
ও নীল আকাশে, তারা শশী হাসে,
তারা কি আমার হয়ে আপন;—
এনে দেবে সেই মনচোরা ধনে,
রেখেছিনু যে ধন অতি সঙ্গোপনে,
তা ফেলিল রে হ'রে, পেলে সেই চোরে,
যে রূপেই হ'ক করিব দমন॥
সে ধন হারা হ'য়ে দেবতা দুর্ল্লভ,
এই—আনন্দ কানন অন্ধকার সব,
কোনখানে সুখ, পাইনে একটুক,
বুক ভরা কেবল হুতাশন;—

সেধন পে'লে স্বর্ণ অট্টালিকা ফেলে,
থাকৃতে পারি পর্ণ কুটীরের তলে,
সে যে—দুর্ব্বলের বল, দরিদ্রের সম্বল,
সঙ্কটের ঔষধি অন্ধের অঞ্জন ॥
যোগেন্দ্রের ভাই ছিল বড় সাধ,
সেধনটী নিয়ে করিবে আহ্লাদ,
ভাগ্যে তা হ'লনা, কার এ ছলনা,
বুঝিতে পারিনা মোহে নিমগন ;—
যার ধন সেই জানে আর জানে না কেউ,
সেই কি নিয়েছে তু'লে এ দুখের ঢেউ,
তারি কাছে যেয়ে, দেখ্‌তে চাই চেয়ে,
চায়না যেতে ভাই চঞ্চল এ মন ॥ ৭।৬২ ॥

—o—

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

এ পাগলের কি ঔষধি। *
ওযে—ভাবে গ'লে হরি ব'লে নৃত্য করে নিরবধি ॥
কভু হাসে কভু কাঁদে, ধর্‌তে চায় আকাশের চাঁদে,
মুক্ত হ'য়ে মায়ার ফাঁদে, তর্‌তে চায় মহাজলধি ॥

* পদকর্ত্তা গীত রচনা করিতে করিতে বায়ুর পীড়াগ্রস্তের ন্যায় হন, সেই সময় এইটি ও আর কয়টি গীত রচনা করেন।

কি হয় তার বিষ্ণুতেলে, দ্বিগুণ আগুন উঠে জ্ব'লে,
শান্ত কি সে হয়, না ম'লে,
হাজার নাওয়াও খাওয়াও দধি ॥
ভক্তি মধু সহকারে, চিন্তামণি রস তারে,
পান করালে কিছু সারে
যোগেন্দ্রের এ দারুণ ব্যাধি ॥ ৮।৬৩ ॥



মল্লার—কাওয়ালী।

সাধে কি মদ্ খাই ওরে ভাই।
এই—প্রেম মদ খেলে, হৃদি শতদলে,
প্রাণ গোপালে দেখা যে পাই।
কাহারো কথা মানিব না, এ মদ কখন ছাড়িব না,
বাড়ায়ে মাত্রা, করিব যাত্রা,
শমনের মুখে দিয়ে যে ছাই ॥
এমদে নাই অবসাদ, নয় বিস্বাদ মধুর স্বাদ,
সদা আনন্দ নাই বিষাদ
সাধ করে তাই সাদরে খাই ;—
মিনতি মানা ক'রনা, মম, কৌল ধর্ম্ম হ'রনা,
দেখে এ দোষ, ক'রনা রোষ,
নাখেলে আমি ম'রে যে যাই ॥ ৯।৬৪ ॥

সুরটমিশ্র—একতালা।

ঐ শ্যামপ্রেম মদে মাতরে মন্ মাতাল। *
ছাড়রে এ সব মদ, ওতে ঘোর বিপদ,
তায়—পদে পদে দেখ্‌তে হয়রে অনন্ত গভীর
পাতাল॥

একবার ঐ প্রেমের মর্ম্ম বুঝে,
যারা অন্য মদে মজে,
ঐহিক পারত্রিক তাদের ঘোর করাল॥
ওরে, তাই বলি এ ধনমদ, জনমদ, তমমদ
পরিহার কররে ভাই থাক্তে কাল;—
চেয়ে দেখনা ঐ সম্মুখে কাল।
কোন মুখে মুখ দেখাস রে তায়
সে তোর—মাথায় যে জাঁতায় চাতাল॥
(তাই ঘন ঘন ভূমিকম্প ইত্যাদি)
ঐ—প্রেম মদের আছে ভাটী,
সে যে অতি পরিপাটী,
একটী বার চুয়ালে চলে চির কাল।
ফুরায় না অনন্ত যুগে, কে যেন তা দেয় যু'গে,
রসাল জিনিয়া তা যে সুরসাল;—

* এ গীতটিও বায়ুর পীড়ার সময় রচিত হয়।

ও রসের রসিক, আর যে নাই অধিক,
কেবল ঘুরে মরে এ যোগীন্দ্র হ'য়ে ও রসের
কাঙ্গাল ॥ ১০।৬৫ ॥

·০·

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড় খেম্‌টা।

আমার সাধের কল্‌কী ভেঙ্গে গিয়ে *
কল কি ছিল প্রাণে।
এই বসুধার-দুর্ল্লভ সুধা যার পেতাম টানে টানে ॥
সাজায়ে তায় প্রেমের গুড়ুক,
টান্‌লে কত হ'ত যে সুখ,
মিটে যেত ভবের ভুক্‌ ভাই
তর্‌তেম দুখ তুফানে ॥
আবার পেয়েছি রে যে নূতনটী,
তাতে আরো মজালুটী
খুজে খুজে পাইনে জুটি, খাওয়াব কোন্‌.জনে ॥
তায় হরি নামের উঠ্‌ছে যে ধূম,
টানে টানে ছুট্‌ছে রে ঘুম,
যোগেন্দ্রের হল না সুখ
একা একা পানে ॥ ১১।৬৬ ॥

---

* এটিও বায়ুর পীড়ার সময় রচিত হয়

সুরট মল্লার—একতালা।

আমি—নিদারুণ পুত্রশোকে। *
কি আনন্দে মজে, কাঁদি না কেন যে,
জানে কি অন্য লোকে॥

হৃদে—উথলে কতই ভাবেরি সিন্ধু,
আঁধারে হাসে হে অযুত ইন্দু,
চেয়ে, ও মুখ কমল, ভুলি হে সকল,
ঝরে প্রেমজল চোকে॥

চৌদিকে উঠেছে ঘোর হাহাকার,
তুমি—তারো মাঝে হাস একি চমৎকার,
হাসিয়ে হাসাও, আনন্দে ভাসাও,
কোন্ মদিরার ঝোঁকে;—
কেহ কয় ওর কি পাষাণ বুক,
কেহ কয় বিবেকী প্রেমিক ভাবুক,
কেহ কয় জ্ঞানী কেহ কয় লাজুক,
কোন রূপে শোকে রাখে॥ ১২।৬৭॥

* পদকর্ত্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবপর এই গীত রচনা করিয়াছিলেন।

—০—

পুরবী মিশ্র—একতালা।

তুমি গুপ্ত ভাবে লুপ্ত প্রেম বিলাতে আমায়।
হল, ঘোর কলির প্রভাবে ও তা ব্যক্ত যে ধরায়॥
ঘুচে গেছে মোহের ধন্দ, সহায় তুমি নিত্যানন্দ,
অন্ধকার আর আমার প্রাণে কি স্থান পায়।
আমি খেয়েছি এতদিন যে মদ,
পেয়েছি তায় কি আমোদ,
তাই একবার তাপীর চিতেরে দিতে এ প্রাণ চায়।
আমায় কিছু না ব'লে, সে অদ্যৈতও গেল চ'লে,
আছো তুমি চৈতন্য হয়ে অচেতন প্রায়।
আহা জীব তরানো ভার হ'লরে কলির
তাড়নায়॥
এ ঘোর মায়া ঘুম ভেঙ্গে প্রভু
আবার যদি উঠে জেগে,
আবার বেগে প্রেমনদী ধরা যে ভাসায়।
সে আশা কি পূরিবে প্রভু, তুমি কি জাগিবে কভু,
রাখিবে কি রাঙ্গা পায় এই অভাগায়;—
তোমাবিনা কে আছে যে যোগেন্দ্রে
জাগায়॥ ১৩।৬৮॥ *

* এ গীতটিও ঐ বায়ুর পীড়ার সময়ের

তিলক কামোদ—আড় কাওয়ালী।

কত কাল আর হবে আমার
বিষয়ের ব্যাল্‌না বেল্‌তে।
জ্বালায় জ্ব'লে ম'লেম হরি
জনম গেল জঞ্জাল ফেল্‌তে॥
কত ভাঙ্গি কত গড়ি, গড়্‌তে গড়তে্‌ কূপেই পড়ি,
খুল্‌তে নারি, মায়ার দড়ি,
আঁধার দেখি আঁখি মেল্‌তে॥
মিট্‌ল না যোগেন্দ্রের আসা,
ভাঙ্গে এখন সাধের বাসা,
মিছে হ'ল যাওয়া আশা,
তোমার সনে নার্‌লেম খেল্‌তে॥ ১৪।৬৯

কালেংড়া—ঝাঁপতাল।

এ জগতে সব অশুদ্ধ কেবল শুদ্ধ সেই একই।
যেখানে যাই ঘোর অন্ধকার,
কেবল আলো তারেই দেখি॥
বিত্তাদি অনিত্য স্বত্ব, এই মিথ্যাতে ভাই
হ'লে মত্ত,
কেবল মাত্র একই সত্য আর যে সব ফাঁকি॥

যাতে সেই নীরদকান্তি,

তাতেই শান্তি আর অশান্তি,

যোগেন্দ্র কয় হয় কি না হয়, দেখ্‌রে মেলে আঁখি।

যার পায় ঐ ভাগীরথী,

যে দেখে নাই তার জ্যোতি,

শত ভাগীরথী স্নানে পবিত্র হয় সে কি ॥ ১৫।৭০ ॥

মল্লার—আড়কাওয়ালী।

সুধু—ধ্রুপদে বিপদে ত্রাণ আর হবিনে।

বিপদে ওপদ ভাব ভাই, কালের অধীন রবিনে ॥

ঐ—নাম গেয়ে তোলরে গ্রাম,

মাতিবে নগর গ্রাম,

পূরিবে তোর মনস্কাম, পাপীর দুখ আর সবিনে ॥

সা রে গামা পাধা নিশা, আজ হ'তে ঐ নামে মিশা,

ঘুচে যাবে মদের নিশা, দিবায় নিশা দেখ্‌বি নে।

নামের—মূর্চ্ছানায় মূর্চ্ছা যাবে,

ভবের এসব তুচ্ছ হবে,

একবার—সে পুচ্ছধারীর তান কি

উচ্চরবে ধর্‌বিনে ॥ ১৬।৭১

০

মুলতান—কাওয়ালী।

গানের—যোগেই জাগে স্থধু মহাধ্যান।
তায়—টুটে যায় রাগ, উঠে অনুরাগ,
ঘটে ঘোর বিরাগ বিষয়ে বিজ্ঞান ॥
আর—চিনিলে না মালকোষে, পুরেছি মাল কোষে,
পরজে পর যে করেছি তার,
কেবল—জেগে উঠে ষড়জাদি সপ্ত স্থরে,
আমার—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান ॥
আমার—দেশে দ্বেষ ভারি, তাহা—বাহারি নেহারি;
বাগীশ্বরী বাগ্ হ'রে যে ন্যান্।
এসব—দীপকে কেবল, জ্বালায় অনল,
বসন্তে দেখায় কেবল বিলাস উদ্যান ;—
আর—মজে কে দারাতে, তাতে মন কি মাতে,
সে, ছায়া নটী আর ছায়া কি দ্যান ;—
ওতে যদি মেতে, রই দিনে রেতে;
ভুলে যাই ভাই এ ধ্যান জ্ঞান ॥
ওরে—ছাড়িলে আশার তান, আশার অবসান,
তাতে—কেবল নট খটের অধিষ্ঠান ;—
অহং প্রভাবে, হাম্বীরের ভাবে,
সোহং ভাবের করে অন্তর্দ্ধান ;—

দেখে—সুরের কিরণে, নট নারায়ণে,
আনন্দে উথলে স্বাধিষ্ঠান।
উঠে— সে আনন্দের ধারে, যাবে সহস্রারে,
যদি, না ভোলে যোগেন্দ্র এ মূলতান ॥১৭।৭২

—০—

সুরট—একতালা।

আমি—সে গুরু হারায়ে বড়ই কাতর। *
বিষয় গুরুভার, কিসে বই আর,
বুকে যে আমার জ্বলন্ত পাথর ॥
সেই—শ্রীনাথের ভাব, হয়ে আবির্ভাব,
আকুল করেছে তাপিত অন্তর।
সেভাবে, ভাবিতে না দিলে,
আমায় বাঁধিলে, শোকানলে,
তেয়াগিব কলেবর ॥
পেয়েছিল যে ভাব শুক নারদাদি,
বালক ধ্রুবের যে ভাবে সমাধি,
গুরু—তাই দিয়েছিল কে হয়ে বাদী,
হরিল আমার সেই সুধাকর;—

* এই সকল গীতের অনেক স্থান কাটকুট জন্য বুঝা কঠিন, যেরূপ পাইতেছি তাহাই দিলাম।

সাক্ষাৎ ভগবান আখ্যাত নিমাই,
যে—বিখ্যাত রত্ন বিলাইত ভাই,
আমি—গোবিন্দের কৃপায় পেয়েছি যে তাই,
ভবে, সেই যোগীন্দ্রের দুস্তরে আতর ॥১৮।৭৩॥

০

সুরট মল্লার—কাওয়ালি।

যে সে গুপ্ত কথা ব্যক্ত যে করেনা ভাই,
যত সব মোহোন্মত্ত, না বুঝে সে সার তত্ত্ব,
উন্মত্ত বলে তারে তন্ত্রেও নিষেধ তাই,
তাই স্বয়ং ভগবান্ ঘুঁচাতে জীবের সে ধাঁধা,
অবতীর্ণ কলি যুগে, হৃদে হরি বাহিরে রাধা,
ওসে—প্রেম বিলাত, যারে তারে,
খেয়ে, সে সুধা ভারে ভারে,
আনন্দে নাচিত বিশ্ব, কালের মুখে দিয়ে ছাই ॥
অনেকেই চিনে না তারে, নাম মাত্র জানে কেউ,
একবার চিনিলে সে কি গণে রে এই ভবের ঢেউ,
ওসে—নেচে মোর প্রভুর প্রায়,
যেচে প্রেম বিলাতে চায়,
কেহ ভাল বাসে না তায়,
দুঃখে জ্ব'লে পু'ড়ে যাই,—

সেই দশা এ অভাগার, প্রেম.বিলা'তে পারে না,
স্বহায় হ'য়ে এ সঙ্কটে, কেউ যে তারে তারে না,
তার, সদা নাম সাধনে সাধ, লইতে ও রসাস্বাদ,
ঘোর কলিতে সাধে বাদ,প্রলয়ের আর দেরি নাই।
তাই, ঘন ঘন ভূকম্পন, বেগে বহে প্রভঞ্জন,
উপাড়ে বন, ভাঙ্গে ভবন, দেখ্‌তে পাই,—
তাতেও কেহ বুঝেনারে, মজেনা সে গুরুর পায়,
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলেনা কেহ উভরায়,
ওনাম সুধা-বৃষ্টি বই, সৃষ্টি আর থাকে কই,
একবার দৃষ্টি কেহ করে নারে এখনও যে আছে
নিমাই ॥ ১৯।৭৪ ॥

বেহাগ—একতালা।

আজ আবার সেই রথ।
কোঁথা গেলে পরে, রথের উপরে,
দেখ্‌ব প্রাণেশ্বর পুরবে মনোরথ ॥
চারিদিক্ মোর ঘোর অরণ্যে ঘেরা,
সম্মুখে মহাপর্ব্বত।
কোন দিক দিয়া যাবরে ছুটিয়ে,
কে দেখায়ে আমায় দিবে রে সে পথ ॥

অনেক দিন তারে দেখি নাই রথে,
সে আশাত ভেসে গেছে কাল স্রোতে,
দেখিবার উপায় নাই কোনমতে,
হয়েছি তাই জড়বৎ।
মন রথে যদি তুল্‌তে পারি তায়,
তবে দেখা হয়, নৈলে নিরুপায়,
ভাগ্যে কি তা হবে, সংসার আহবে,
জিন্তে কি পারিবে যোগেন্দ্র সতত ॥ ২০।৭৫ ॥

০

বিভাস—একতালা।

আমার পূজাত হ'ল না, সাধ মিটিল না,
মনের বেদনা রইল যে মনে।
বুক ফেটে যায়, কোন প্রাণে হায়,
দিব বন ফুল অতুল চরণে ॥
কত ফুল ছানি, গড়েছে না জানি,
মাধুরীর সাঁচে রাঙ্গা পা ছুখানি,
ফুল দিতে পাছে ব্যাথা পায় তাই,—
ভয় হয় ভাই, কাঁপে পরাণি,—
ও পা পূজিবার ফুল কি মিলে না,
আছে এক ঠাঁই সেথা ত গেলে না,

চৈতন্যের উদ্যানে, সে যে কল্পতরু দানে,
অযাচিত ভাবে বিলায় জগত জনে।
সে ফুল আন্‌তে হয় বাদী, নিদারুণ কামাদি,
দারা সুতদল তারাও প্রতিবাদী,
ছলে বলে কলে মায়ার শিকলে,
কতই কৌশলে রাখে রে বাঁধি ;—
ওরে, ব্রজ গোপিনীর গোপিত উদ্যানে,
ফুটিত সে ফুল শুনেছি পুরাণে,
ওতা, কেউ পায়না ছুঁতে, কেবল নন্দের সুতে,
লুটে নিত সব যোগেন্দ্র তা জানে॥ ২১।৭৬॥

মূলতান—একতালা।

বড় যতনে সে ধন মেলে।
বিলাসে অলসে বল সে রতন পাবেকি অবহেলে॥
সে ধন, ব্রহ্মাণ্ড দুর্লভ ব্রহ্মার অগোচর
নাইরে বেদ বাইবেলে।
তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ কোরাণ সব দেরে জলে ফেলে॥
যদি সেধনে চা'স রে ভাই যা, যা,
শুক নারদাদির ঠাঁই,
পেয়েছে সেধন ধ্রুব প্রহ্লাদ পাঁচ্ বছরের ছেলে।

ছিল ব্রজ গোপিনীর গোপিত সেধন
সব গৌরাঙ্গে দিয়েছে ঢেলে ;—
ও তা, ঘরে ঘরে ঘুরে, অন্ধ আতুরে,
যেচে যেচে সব দিলে ॥ ২২।৭৭ ॥

·o·

ললিত—একতালা।

কে দেখে দেখাই কারে।
কি রূপ জাগে হৃদ্ মাঝারে।
অরূপীর রূপ, অতি অপরূপ,
অনুরূপ নাই ত্রি সংসারে ॥
ওত, নয়রে কাদম্বিনী নীলকান্ত মণি,
কোটী কোটী চন্দ্র জিনিয়া লাবণি,
উজ্জ্বল বিমল, রূপে অবিরল,
শান্ত শীতল জ্যোতি বিথারে ॥
অনন্ত ভাবের, অনন্ত রূপের,
সীমাদিতে ভাই কেউ কি পারে ?
দেখ্‌রে আসিয়া, ডুবাইল হিয়া,
অরূপীর রূপ পারাবারে।
পলকে পলকে নব নব ভাব,
তাহে নব নব রূপ আবির্ভাব,

যোগেন্দ্র দেখে ও রূপের প্রভাব,
কেবলি ভাবের পাঁথারে সাঁতারে ॥২৩।৭৮॥

সাহানা—যৎ।

পাব কিসে পাইনা দিশে মিশেপড়ি নানান্ দলে।
ফলে কিছু ফলে না ফল, কেবলি ডুবি অতলে ॥
দে'খে ভাগবৎ খান, সাহসে বেঁধেছি প্রাণ,
পাব এবার পরিত্রাণ অপার এই ভব জলে ॥
ধ্যানে প্রাণে করে ঐক্য, শ্যাম ধনে রাখ্‌ব সখ্য,
ভৃত্য ভাবে মহামোক্ষ, লুটবে নিত্য পদতলে ॥
যোগেন্দ্র তুই কোনমতে,
উঠে গোপীর প্রেমের পোতে,
ভেসে চলরে ভাবের স্রোতে
ছোবে না কাল ছলে বলে ॥২৪।৭৯॥

টোরি—ঠুংরি।

ওরে আর মানিনে কারো ধোকা।
সেই চিন্তামনী, পুরুষ রমণী,
যুগলরূপে মাখাচোকা ॥
ওসে নীরদ ঘটা, দামিনী ছটা,
নিরখিয়ে ভাই হয়েছি বোকা।

এখন বাঁকী কেবল, আঁখি তুলিতে,
মানস পটে রূপটী টোকা ॥
ও রূপ হিয়ায় নিরখি, কত হই সুখী,
খ্যালে যেন ঠিক খুকি খোকা।
আহা কত ভাঙ্গে গড়ে, হেসে গ'লে পড়ে,
নাইকো রে তার লেখা জোখা।
ঐ পদারবিন্দ, ছেড়ে যোগেন্দ্র,
আর কি হয় রে বিষয়ের পোকা।
ও রূপ, দেখে সে নিতরে, বাহিরে ভিতরে,
ও সে, যে রূপে মেতেছে, যে রস পেতেছে,
সাধ্য কি আর তারে রোখা ॥ ২৫।৮০ ॥

মল্লার—ঝাঁপতাল।

ভজন উপকরণ যার কেবল নয়ন জল।
কাঁদে আর বাঁধে কালাচাঁদে সে তো অবিরল ;
অশ্রু তার গঙ্গাজল, রোমাঞ্চ যে দুর্ব্বাদল ;
ভাগ্যবান বিনা কে হেন অর্ঘ্য দান করে বল ॥
(যে জন) প্রেমানন্দে হেলে দুলে,
ভাবে ভুলে ভাবের ফুলে,
পূজা করে প্রাণ খুলে, প্রাণেশের পদকমলে ॥

তাহারি চরণ রজে, এ দীন যোগেন্দ্র মজে,
সে যে কৃষ্ণ ত্যেজে তারেই ভজে,
পাইতে ব্রজেরি সম্বল ॥ ২৬।৮১ ॥

০

মিশ্র ভৈরব—একতালা।

নিত্যানন্দ স্বভাব যার ভাই
তার কাছে কি কাঁদা ভাল,
আনন্দে কুসুমাঞ্জলি আনন্দে তার চরণে ঢাল।
আনন্দ নিধান সে যে, আনন্দ চায় সকল ত্যজে,
যে যেভাবে তারে ডাকে সেইভাবে
সে কাটে কাল ॥

সে তোমার তুমি তার, এই ভাব সাধনা সার,
ধ্যানে প্রাণে রেখ ঐক্য, গুরুবাক্য সদা পাল।
কৃপায় তার ঘু বে ধাঁধা, কেটে যাবে মায়া বাঁধা,
ছুট্‌বে তখন হাঁসা কাঁদা, আঁধার ঘরেই
ফুট্‌বে আলো ॥

সে তোমার হৃদয়াকাশে, কাঁদলে কাঁদে
হাস্‌লে হাসে,
কেঁদে কেন তার পাশে বিষাদ হুতাস জ্বাল।

যোগেন্দ্র আনন্দে থাকে, আনন্দে গোবিন্দে ডাকে,
আনন্দ আলোক সেথা,
ঝলকে ঐ চিকণ কাল ॥ ২৭।৮২ ॥

বেহাগ—আড়া।

প্রাণ কাঁদে ভাই যার তরে, পাবে তারে অচিরে,
তোমার তাপিত অন্তর, সেই জলধর,
ভাষাবে আনন্দ নীরে।
সময় হলে আপনি এসে, ব্রজের বেশে হেসে হেসে,
অধরে মুরলী ধ'রে দাঁড়াবে হৃদয়-মন্দিরে।
সে যে আনন্দের তানে, বিষাদ যেন রয় না প্রাণে,
বিষয়ের বিষ পানে কাতর হলে পাবি কি রে।
যখন নিখাদে নাদ উঠবে শুধু,
ফুট্‌বে কমল ছুট্‌বে মধু,
যোগেন্দ্র তুমি তায় দেখবে কাল
কালীর শিরে ॥ ২৮।৮৩ ॥

সিন্ধু ভৈরবী —জৎ।

কেমন বরণ কেমন গড়ন কে দেখেছে এ সংসারে।
আবরণ আভরণ দে'খে বরণ কি কেউ বল্‌তে পারে ॥

রজত মণি হীরক্ স্বর্ণ, সূর্য্যাদিতে কই সেবর্ণ,
বর্ণাতীত কি যে বর্ণ, বর্ণনায় বর্ণ যে হারে॥
বেদাদি তাই হ'য়ে ক্ষুন্ন, ব'লেছে তাঁয় আকার শূন্য,
এ সিদ্ধান্ত বিকার পূর্ণ, ভক্তে স্বীকার কর্‌তে নারে॥
কেবল অনুভবানন্দ, স্বরূপে রাখ সম্বন্ধ,
অন্ধ মনের ঘুচ্‌বে ধ্বন্দ, কাজ কি আর দ্বন্দ বিচারে॥
পঞ্চ ভূত পঞ্চ তন্মাত্রে, তাঁর আভার আভাস মাত্র,
ও রূপ বুঝিবার পাত্র,
যোগেন্দ্রের হৃদ্‌মাঝারে॥ ২৯।৮৪॥

আলিয়া—তেতালা।

সকল বিদ্যাই এ সংসারে ভয়ঙ্কর।
দম্ভের ঘর, দুখেরি আকর,—
কৃষ্ণ ভক্তি সার বিদ্যা, ছেড়েরে মন মায়ানিদ্রা,
শুদ্ধাচারে, শ্রদ্ধাভরে, সাধন কর॥
কি যশ আকাঙ্ক্ষা কর মন আমার,—
করি কীর্ত্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা,
রাধাকৃষ্ণ ভক্ত আখ্যা,
সেই ওরে সাক্ষাত শিব অবতার,
সেই মুক্ত শিরোমণি অনিবার,—

ধনি মধ্যে তারেই গণি, কৃষ্ণপ্রেম মহামণি,
উজলে দিন রজনী যার অন্তর ॥
কৃষ্ণ বিচ্ছেদ হ'তে দুঃখ নাইরে আর,
শ্রেয় কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ, পেয় কৃষ্ণ নাম প্রসঙ্গ,
ধ্যেয় সে ত্রিভঙ্গ রূপ ধ্যানের সার,—
হেয় সেই কৃষ্ণপ্রেম নাইরে যার,
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান, শ্রবণ মধ্যে প্রধান,
যোগেন্দ্রের অন্তে স্থান,
যুগল পদে নিরন্তর ॥ ৩০।৮৫ ॥

—o—

বাউল

মিশ্র ভঁয়রো—খেম্‌টা।

ডুবে যাই ডুবে যাই।
ধর ধররে কাণ্ডারি ভাই ॥
তুমি নাকি চির দিনের বন্ধু
দীনের বন্ধু শুন্তে পাই।
এই অকূলে পড়িয়ে, আকুল হইয়ে,
সকাতরে সখা! ডাকি তাই ॥
চৌদিকে ঘোর নিবিড় আঁধার,
অপার পাঁথার জানিনে সাঁতার,

পাব কি নিস্তার, এ সঙ্কটে আর,
ভাঙ্গা তরি একা কেমনে বাই ;—
তুমি যদি কৃপা চক্ষে হের হরি,
ব'স একবার আসি কেরয়াল ধরি,
হ'ক না ভাঙ্গা তরি, কটাক্ষেতে তরি,
যোগেন্দ্রের তেমন ভাগ্য নাই ॥ ৩১।৮৬ ॥

——o——

ললিত—একতালা।

পড়ে অকূল তুফানে, আকুল প্রাণে,
সাধে কি তোমারে ডাকি।
দেখেছি বেদ পুরাণ তন্ত্রে,
নিদানের সখা তুমি হে নাকি ॥
হরি তুমি নাকি ভব বারি, ভবসাগর কাণ্ডারী,
তুমিই নাকি হে কাল দমন কৃষ্ণ কমলাঁখি ॥
এই অপার ভব-সমুদ্রে, তায় আমি অতি ক্ষুদ্র,
হরি তুমি না তারিলে কে আর তারে,
যোগেন্দ্র যে একাকী ॥৩২।৮৭ ॥

——o——

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

হরি তোমার লেগে কেঁদে
কেঁদে সারাদিন হই যে সারা।

তবু সাড়া পাইনা হে নাথ,
এ কেমন তোমার ধারা ॥
প্রাণ প্রদীপ এইত নেবে,
আর কবে দেখা দিবে,
তোমার কথা ভেবে ভেবে,
হ'লেম যে পাগলের পারা ॥
ঝলক দেখা দিয়া গেলে,
যে গেলে আর কই এলে,
এ ঘোর অকূলে ফেলে,
উচিত কি যোগেন্দ্রে মারা ॥ ৩৩।৮৮ ॥

স্থরট মল্লার—কাওয়ালী।

বুঝিতে বুঝিতে বোঝা গেলনা।
কেমন করুণা তব হে দীনবান্ধব
পেয়েও এ দীন তা যে পেলনা ॥
উঠাইয়ে অম্বরে, ডুবাইলে সাগরে,
সে সুদিন আর ফিরে এল না ;—
আরত শুনিনে বাঁশী, আরত দেখিনে হাসি,
আর ত' হিয়ায় আসি খেল না ॥

বিরলে বিরসে বসি, কাঁদি হে কালশশী,
তথাপি করুণা আঁখি মেলনা,—
কেনবা নিদয় হ'লে, কোথায় লুকায়ে র'লে,
বিরহ অনল আর জ্বেল না,
শীঘ্র দাও হে দেখা, থাকিতে পারিনা একা,
যোগেন্দ্রে পায় আর ঠে'লনা ॥ ৩৪।৮৯।

সুরট মল্লার—একতালা।

এ সময় সখা! একবার মোরে,
দেখা দাও আসি হৃদয় মাঝে।
বাড়িয়ে উঠিয়া বায়ুর বেগ,
কাল মেঘ এল ভীষণ সাজে ॥
না জানি কি যেন বজরের মত
সজোরে আমার বুকে যে বাঝে।
কি দারুণ ব্যথা, সরে না হে কথা,
পু'ড়ে গেল প্রাণ অনল ঝাঁঝে ॥
ঘোর আঁধার ঘেরিল চৌদিকে,
দংশিছে দেহ সহস্র বৃশ্চিকে,
যে দিকে নিহারি দেখি বিভীষিকে,
বিকট বাজনা বাজে ;—

নাজানি আজি ঘটে কি প্রমাদ,
চৌদিকে স্থধু বিকট নাদ,
ভব দুল্লর্ভ শ্রীপদ পল্লব,
এখনো যোগেন্দ্রে দিতেছ না যে ॥ ৩৫।৯০ ॥

ইতি গীতামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রী ভগবৎপ্রেমাকরণ নিবন্ধন
আক্ষেপ নাম পঞ্চমোচ্ছাসঃ।





ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

মল্লার—আড় কাওয়ালী।

হরি তোমার—নাটক্ করা আমার কর্ম্ম নয়।
করাও তুমি যারে দিয়ে হয়॥

ছিলাম ছেলে হ'লেম ভাই,
সাজলেম পতি হ'লেম পিতাই,
একা হ'য়ে কত সাজ আর করি অভিনয়॥

ছ'বেটা যুটেছে এসে, সাজায় আমায় নানা বেশে,
সাজে কেবল সাজাই পে'তে হয়;—
মাথায় ছাই ভস্ম চূণ আর কালি,
তাই তুল্‌তে যায় চিরকালী,
হয়না কাজ, তুমি নারাজ, তাইতে বড় ভয়॥

কাজটী ভাল হ'লে পরে, পুরস্কারি পাব পরে,
বড় আশা ছিল রসময়;—

সে আশায় পড়েছে ছাই,

পুরস্কারে আর কাজ নাই,

দাও, মানে মানে যোগেন্দ্রেরে

বিদায় এই সময়॥ ১।৯১॥



খাম্বাজ একতালা।

এ দীন সুধু তোমারি অধীন,
হে বিশ্ব বিধাতা, তুমি পিতা মাতা,
তুমিই দীন ত্রাতা জানি চিরদিন॥

দারাপত্য ভ্রাতা ভগ্নি আদি যত,
সবাই স্বার্থপর আত্মসুখে রত,
স্বার্থপর তাই আত্ম পর জ্ঞান হত,
পাষাণের মত সবাই যে কঠিন॥

তোমা ধনে যাদের নাইক ভালবাসা,
তাদের কাছে ভাল বাসা পাবার আশা,
সুধু বিড়ম্বনা বাড়ে তায় ভাবনা,
ছাড়ে না যাতনা ঘুচে না দুর্দ্দিন॥

মিছে তাদের মায়া পাশে বাঁধা আছি,
দয়া ক'রে ফাঁস কেটে দিলে বাঁচি,

পাশে চারি পাশ ঘেরা, সাধ্য নাই পাশফেরা,
হ'য়ে আছি যেন জালে বাঁধা মীন ॥
তুমি নবনিত নিভ অতীব কোমল,
লাবণ্যে তোমার ত্রিজগত্ উজ্জ্বল,
অতুলনা তব, করুণা বৈভব,
এ দীন পেলনা হে তার কণা মাত্র চিন ॥
যোগেন্দ্রের পানে কৃপানেত্রে চাও,
কৃতান্ত কৃপাতে কটাক্ষে বাঁচাও,
মোক্ষ পদ খানি বক্ষে তুলে দেও,
চক্ষে হেরে রূপ পদে হই লীন ॥ ২।৯২।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

হরি হে—শেষের সে দিনে, তোমা বিনে,
আর বন্ধু কই।
ভেবে দেখ্‌লাম সবাই বইরি,
হরি হে তোমা বই ॥
ওপদ ভরসা করি, ভাসালেম
এ ভগ্ন তরি,
মগ্ন যেন হয় না হরি
তুফান যে বড়ই ॥

নিদানের নিদারুণ ঝড়ে,
তরি ঘোর তরঙ্গে পড়ে,
তখন—যোগেন্দ্রেরে নিও ক্রোড়ে
কর যোড়ে কই ॥ ৩।৯৩ ॥

—০—

দরবারি কানেড়া—একতালা।

হে কৃষ্ণ কেশব করুণাময় কাতর ভয়ভঞ্জন।
নীলাঞ্জন লাঞ্ছন ঘনবরণ ভকত রঞ্জন ॥
দীনদয়াল দুরিতদমন,
দামোদর সুহৃদ রমণ,
নারায়ণ নীরজনয়ন,
নিরয়-বারী নিরঞ্জন ॥
নব নটবর কিশোর কানু,
ভানুজা হৃদি সরোজ ভানু,
মুঞ্জ কুঞ্জ বন ভূষণ,
মুনি মানস খঞ্জন ;—
শোভে মুকুট ময়ূর পীঞ্ছে,
অধরে বেণু অমিয়া সিঞ্চে
কুসুম রেণু, রঞ্জিত তনু,
কোটী চন্দ্র গঞ্জন ॥

কংস কেশী কৈটভ হর,
কণ্ঠে রতন কৌস্তুভ ধর,
কস্তুরী তিলক ললাটে,
চরণে নূপুর গঞ্জন ;—
কন্দর্প দর্প হারী,
অন্তর কন্দরবিহারী,
কৃপা করি হরি যোগেন্দ্রের,
হও হে নয়ন অঞ্জন ॥ ৪।৯৪ ॥

—০—

ভূপালী ইমন—কাওয়ালী।

রাধা ধর বনোয়ারী ; রাধাধর সুধাপান ভিখারী ॥
কেয়ূর কুণ্ডল হার বিভূষণ, নারায়ণ নরকারি।
পিঞ্ছ মুকুট মণি সমুজ্জ্বল, সজল জলদরূপধারী ॥
নব নটবর নট খঞ্জনলোচন, সঙ্কট মোচনকারী ;—
বংশী বট যাবট যমুনাতট, লীলা পট হে তোমারি।
রাস নটন রস রসিক সুনাগর, রমণীজন মনোহারী ॥
জয় জগদীশ যজ্ঞেশ জনার্দ্দন, জয় যাদব যবনারি।
ধাতা পাতা নিখিল বিধাতা, যাতায়াত দুখবারী ;—
যোগেন্দ্র হৃদয়ে বিহর হে পীতাম্বর,
নিশিদিন ওরূপ নিহারী ॥ ৫।৯৫ ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

হরি হে, কৃষ্ণ হে ওহে দীননাথ ;—
তুমি পাতকী বান্ধব একবার হৃদয়ে দাও হে দেখা,
তুমি পাপীবর সখা শুনিহে বেদে।
প'ড়ে দুখে, তাই আজ সখে, ডাকিহে সখেদে॥
প'ড়ে ভবপাকে, (হরি) তোমায় যে জন ডাকে,
তার হে তাকে, লয়কালে তার ভয় থাকে,
তায় কি লবে বেঁধে (কালে)
আমি ত্রাণ পাবহে কিসে, মজ্‌লেম বিষয় বিষে,
কুমতি বশে, দিনান্তে ডাকি না হরি,
তোমা হেন সুহৃদে॥ ৬:৯৬॥

—o—

ইমন—কাওয়ালী।

জয়—গোবিন্দ গোপাল গোপীজন রঞ্জন।
গোবর্দ্ধন গিরি ধারি গোপাঙ্গজ,
গরুড়ধ্বজ গজ সঙ্কট মোচন॥
গেহ স্বজন ধন পরিহরি যে বা
দেহ প্রাণ সঁপি করে তব সেবা,
ধ্যানে নেহারে তব মাধুরী মাধব
দেহ তারে পদ তরণী নিরঞ্জন॥

গতি কি হবে আমার গোলকবিহারী,
রতি ত হল না প্রভু নামে তোমারি,
মতি যে সতত মোর, বিষয় রসে বিভোর,
অনিত্য সম্পদ করে আকিঞ্চন ;—
যোগেন্দ্র তাই নাথ আতঙ্কে কাঁপে,
প্রাণান্ত হয় বুঝি কৃতান্ত দাপে,
নিতান্ত জেনেছি হে ত্রিতাপ তাপে,
নিস্তার নাহি আর কালিয়গঞ্জন ॥ ৭।৯৭ ॥

০

মল্লার—কাওয়ালী।

জয়—কৃষ্ণ কেশব কেশী কৈটভ কৃন্তন,
কালীয় মন্থন কুঞ্জবিহারী।
কলুষহারী কলিদমন কেলিনট,
কালিন্দীতট রঞ্জনকারী ॥
জয়—কংস বিঘাতন, পূতনা পাতন,
সত্য সনাতন সঙ্কটবারী ॥
শিখণ্ড-শেখর, শ্যামল সুন্দর,
অখণ্ড মাধুরী মুনিমনোহারী ॥
হে—কামমথন; তব, নাম কথন,
করি—যতন যে জন, করে শ্রবণ কীর্ত্তন,

তার—যাতায়াত জাত যাতনা মোচন,
কর হে আতঙ্কনিবারী ;—
তার—ভাঙ্গে মায়া ঘুম, ছাড়ে বিষয়ধূম,
যোগেন্দ্র সম ফিরে ওনাম ফুকারী,
পায়—পরমপ্রীতি, যায় চরম ভীতি,
তার—মরম নিতি করে ভজন তোমারি ॥৮।৯৮

খাম্বাজ—একতালা।

জয় গোবিন্দ গোলোকপতি গোবর্দ্ধনধারি।
মরি মরি কি বা মোহনভঙ্গি বঙ্কিম বনোয়ারি ॥
ময়ূর মুকুট মাথে, মোহন মুরলী হাতে,
কুঙ্কুম মৃগমদ চন্দন কুসুম রেণু অঙ্গে লেপন,
রমণী জন রঞ্জন তুমি মুনি মানসহারী ॥
তুমি যমুনাতট চারি, বংশীবট বিহারী,
কঠিন কপট লম্পট শঠ, নিপট নট নাগর বট,
তুমি বট ষটপদ সমান কনক কমলধারী ॥
তুমি হে বহু বল্লভ, তব দুর্লভ পদ পল্লব,
বল্লব কুলকামিনী যত, যতনে
তোমারে সেবে নিয়ত
ভাগ্যহীন দীন যোগেন্দ্র পেল না
সে অধিকারী ॥ ৯।৯৯ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

জয় নারায়ণ মধুসূদন দুর্জ্জন দনুজারি।
ব্রজ বধূগণ সঙ্গ রঙ্গ রসিক রাসবিহারি ॥
মুনি মানস সরস হংস, মণি কুণ্ডল অবতংস,
সংশয় ভয় বারণ হরি কংস ধ্বংসকারী ॥
ধর নীল নীরদ কান্তি, হর মানস তম ভ্রান্তি,
ঐকান্তিক মগন যেজন, ঐ কান্তিতে ত্যজি স্বগণ,
হরি—বিষয়শ্রান্তি শান্তিধামে,
তারে লয়ে যাও হে মুরারি ॥
হর—বহু বিপদ বিবন্ধ, আমি দেখি
নাহে মোহ অন্ধ,
কি সাধন বলে বল যোগেন্দ্র, পাবে হে তব পদারবিন্দ
কেমনে পার হবে কেশব ভীষণ ভববারি ॥ ১০।১০০॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

জয়—রাধারমণ রসধাম দামোদর,
বামন বামদেব মন রঞ্জন,
নবঘন গঞ্জন শ্যামল সুন্দর ॥
শ্রী বৃন্দাবন ললিত লীলা নট,
গোপ-ললনা প্রেম লোলুপ লম্পট,

শশাঙ্ক লাঞ্ছন, লাবণ্য শোভন,
শ্রীবৎসাঙ্ক হৃদয়ে কৌস্তুভ ধর ॥
জয়—কালিন্দীতট বিলাস রঙ্গি,
অনঙ্গমোহন ত্রিভঙ্গভঙ্গী,
ত্রিভুবন বিনোদ, বেণু বিশারদ,
পদনখরে ধর শারদ শশধর ;—
জয়—ভোগ সৌখ্য মহা মোক্ষ বিধাতা,
ত্রৈলোক্য অলক্ষ্য সালোক্য দাতা,
যোগেন্দ্র সকলি উপেক্ষি হে ত্রাতা,
যাচে হে যুগল পদে কেবল দাস্যবর ॥ ১১।১০১ ॥

০

ভূপালী—একতালা।

নাদ বিন্দু সরোবরে।
শ্যামল অমল, একটী কমল, সদা ঝলমল করে ॥
কত—তড়িত লতায়, জড়িয়েছে তায়,
প্রেমানন্দ ভরে।
কোটী কোটী চাঁদ কিরণ জিনি,
লাবণি তায় ঝরে ॥
অন্তরে বাহিরে কিরণের ঘটা, স্থলে জলে অম্বরে।
যার ফুটেছে নয়ন, টুটেছে স্বপন,
নেহারে সে নরবরে ॥

সেথা অবিরত কত, ভ্রমরের মত,

না জানি কি গুঞ্জরে।

পশিয়ে সে রব শ্রবণকুহরে,

তনু মন যে শিহরে॥

সৌরভময়, মধুর মলয়, চৌদিকে সঞ্চরে।

ভূলোক ভোলে মানস মোর প্রাণ পুলকে ভরে॥

সেই শীতল অতুল, শতদলমূল সতত সেবন তরে।

ভাসে যোগেন্দ্র মন-মরাল,

আনন্দ লহরে॥ ১২।১০২॥

সুরট—একতালা।

চৌদিকে ফুটেছে ভাবের কুসুম,

নীরব নিঝুম নিখিল ধরণী।

তার মাঝে একি, অপরূপ দেখি,

বিজরী জড়িত নীলকান্ত মণি॥

রূপে ঝরিছে সুধার ঝরণা,

গলিয়া পড়িছে কতই লাবণী।

অবনী মোহন মাধুরী হেন,

কে গড়িল আহা! ছাঁকিয়া নবনী॥

প্রেমে গলিয়ে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে,

এ উহার গায় পড়িছে টলিয়ে,

দোঁহে দোঁহ রূপে যেতেছে মিলিয়ে,
অভেদ হইয়ে পুরুষ রমণী ;—
কোটী চন্দ্র কিরণে উজলি,
খেলিছে যেন রে একটী পুতলি,
পলকে আবার, যুগল বিহার,
যেমনি আছিল নেহারি তেমনি ॥

চৌদিকে ছুটেছে অতুল সুবাস,
মৃদুল মৃদুল বহিছে বাতাস,
ফুটাইয়া কলি ভেদিয়া কাকলি,
বাজিছে মুরলী মদন মাদনী ;—
দোঁহে—হাসিছে ভাসিছে মিশিছে আবার,
পলক ঝলকে নাশিছে আঁধার,
ক্ষণে উজলিয়া যোগেন্দ্রের হিয়া,
না জানি কোথায় পশিছে অমনি ॥ ১৩।১০৩ ॥

জয়জয়ন্তী—তেতালা।

তোমায়—বেদে আদ্য পুরাতন বলে।
মোরা—নিতুই নূতন দেখি তোমায়,
তোমারি করুণা বলে ॥

কে কয় তুমি শূন্যময়, কর্ম্ম তোমার সত্য নয়,
অনন্ত মূর্ত্তিতে তুমি ব্যক্ত যে ভক্ত মণ্ডলে ॥
তুমি—কভু নয় মায়ার অধীন, মায়ায় মূর্ত্তি ধর প্রবীণ
বিরাট নাম তাই তোমার, শাস্ত্রে গায় চিরদিন,
অনু সূক্ষ্মাত্মন তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
কি মায়ায় কায়ায় ব্যাপিয়ে র'লে ;—
কি মায়ায় সঙ্কীর্ণ রূপে, পরম সূক্ষ্ম রোম কূপে,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তুমি রেখেছিলে চুপে চুপে,
শরদের চাঁদ নখে ধরি,
নীরদের দর্প হরি, কি মায়ায় ক্ষীরোদে হরি,
ভেসেছিলে বট দলে ॥
একার্ণব জল কাণ্ডে, ডুবা'লে যখন ব্রহ্মাণ্ডে,
আব্রহ্মতৃণ কিছু
রাখিলে নাহে তব ভাণ্ডে, পৃথ্বীর ভার পরিহরি,
কি মায়ায় তখন হরি,
অনন্ত শয্যায় শুয়েছিলে ;—
কি মায়ায় প্রলয় সলিলে, নিদ্রায় হয়েছিলে ভোর,
না বলিলে তব লীলে, বুঝিব কি সাধ্য মোর,
কি মায়ায় হে আত্মতপা, লক্ষ্মী তখন সেবিত পা,
কি মায়ায় ব্রহ্মার জন্ম তোমার ঐ নাভী কমলে ॥

আগেও সত্য মাঝেও সত্য তুমি
সত্য রূপেই ব্যক্ত পিছে,
ব্রহ্ম তব জন্ম কর্ম্ম লীলা ধর্ম্ম কে কয় মিছে,
ও তা অপ্রাকৃত অলৌকিক, কদাচই নয় অলীক,
ভক্ত বই বোঝে কি সকলে;—
তুমি হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্রিবিধা শক্তির সহ
যোগমায়া আশ্রয় করি লীলা কর অহরহ;
তোমার মায়াতীত এ প্রভাব, আবির্ভাব তীরোভাব,
স্থির ভাবে যেজন ভাবে সেই তোমার ভাবে গলে॥

মায়ায় তুমি মুহুর্মুহু একা হয়ে বহু হও,
স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে তুমি স্থাবর জঙ্গমে রও। *
জগৎ জোড়া ব্রহ্মরন্ধ্রে, মুরলীর মধুর মন্দ্রে,
প্রেমানন্দে নাচাও প্রকৃতি দলে;—
তুমি সচ্চিদানন্দ রূপে অন্তরে বাহিরে আছ,
যোগেন্দ্র জানেনা তারে কি ভাবে নাচায়ে নাচ, *

* (পাঠান্তরে অন্তরে বাহিরে রও)

* এই গীতটি দ্বিতীয় ভাগে প্রথম খণ্ডের সপ্তম উচ্ছ্বাসের ৩ নম্বরে আছে। ঐটী বহুদিন পূর্ব্বের রচিত, শেষে বৈষ্ণব ভাব বিরুদ্ধ বলিয়া সংশোধনান্তে এই গীতটী রচনা করিয়াছিলেন।

ও যে—ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল ত্যেজে

কেবল তোমার নামে মজে,

সেই ত বোঝে স্বরূপ তোমার

বহু সৌভাগ্যের ফলে ॥১৪।১০৪॥

মূলতান—একতালা।

সুধু—নিরাকার সেত নয়।

যাঁর নাম নিলে যাঁর লীলা শুনিলে,

অপার আনন্দ হয়।

সে ত—বর্ণনার অতীত রূপ বর্ণ বটে,

ঘটে কিন্তু তার দেখা এই ঘটে,

মরি—কি উজ্জ্বল নির্ম্মল, শ্যামল সুশীতল,

দ্বিদল কমল করে আলোময় ॥

সে যে—সহস্র দল পদ্মে, শুদ্ধ চিৎসদ্মে,

ক্বচিৎ প্রকাশ হ'য়ে গোপনে রয়।

কোন ভাগ্যবান, পায় সে সন্ধান,

যে নাপায় সেইত অরূপ কয়,—

রাখেনা সম্প্রতি সম্পদ সহ যে,

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নিধি সেই পায় সহজে,

ও যে—নাই বিধি নিষেধে, দ্বৈতাদ্বৈত ভেদে,
নাইরে তন্ত্র বেদে সুনিশ্চয় ॥

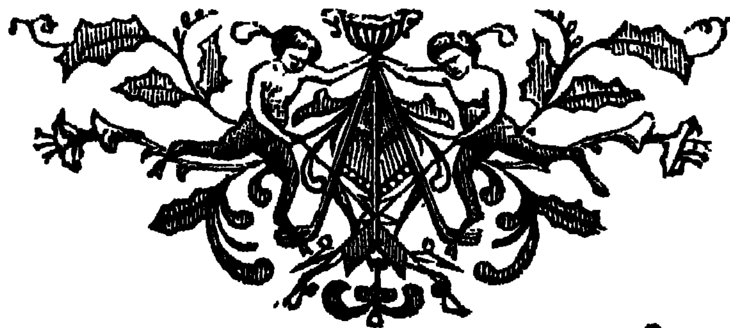
যদি—দেখ্‌তে চাও তারে, যাও মূলাধারে,
গাও কুল কুণ্ডলিনীর জয়।
সেই—নিত্য প্রমোদিতা, রাধা যে নিদ্রিতা,
যত্নে তাঁরে জাগাও ক'রনা ভয়,—
জাগায়ে যোগেন্দ্র ধ্যান যোগে তাঁরে,
একবার যদি নিতে পার সহস্রারে,
ভাস্‌বে ব্রহ্মানন্দ রূপের পারাবারে,
দেখ্‌বে কতই সুধার ধারা বয় ॥

তখন—ছুট্‌বে বাহ্য ধ্যান, টুট্‌বে জ্ঞানাজ্ঞান,
একেবারে তাঁতে হবিরে লয়।
হাজার যদি সাধি, সে ঘোর সমাধি,
ভাঙ্গবে না তোর আর কোন সময়,—
সিদ্ধি তখন পেলেও
তুচ্ছ করবে তুমি তৃণ গুচ্ছ ব'লে,
দেখ্‌বে রূপের খেলা সে রাস মণ্ডলে,
রাধাকৃষ্ণ ময় সমুদয় ॥ ১৫।১০৫ ॥

পাহাড়ী—খেম্টা।

আজ্‌কে আমি পেলাম রে প্রাণ
এত দিন্‌তো ছিলাম মৃত।
কে ঢেলে দিল রে আমার কানে কৃষ্ণ নামামৃত॥
এত দিনে ফুট্‌ল আঁখি মোহেতে ছিল মুদিত।
রসনায় এল রস ওষ্ঠ যে হ'ল স্পন্দিত॥
বুঝিলাম স্বাদ আস্বাদন ভবে কি মিঠে কি তিত।
নাচিয়ে উঠিল বক্ষ প্রেমে হ'য়ে আনন্দিত॥
উঠিয়ে দাঁড়া'ল কর পায়ে বল হ'ল সঞ্চিত।
গোবিন্দ গুণ কীর্ত্তনে যোগেন্দ্র
মাতারে চিত॥ ১৬।১০৬॥

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং শ্রীশ্রীভগবৎ পদে সেবকত্ব
বর্ণনং নাম ষষ্ঠোচ্ছ্বাসঃ।





সপ্তম উচ্ছ্বাস।

রাগিণী রাজ বিজয়—তাল কীর্ত্তনাঙ্গ একতালা।

শুভ—সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
একবার এস হে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ,
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে॥
আসি—নাম মহোৎসবে, মধুর তাণ্ডবে,
মাতাও সবে প্রেম তরঙ্গে।
আহা—পতিত পাতকী, অধম নারকী,
তারহে আসি ভ্রূভঙ্গে;—
নৈলে—গতি নাই আর, ওহে কর্ণ ধার,
অকূলে মরি আতঙ্কে॥
আসি—উদ্ধারহে নামে, স্থাবর জঙ্গমে,
ব্রহ্মাদি কীট পতঙ্গে।
ওহে—প্রাণ রমণ, করহে দমন,
দারুণ কলি ভুজঙ্গে॥
আহা—ভজন পূজন হ'লনা কিছুই
কামাদি কুজন সঙ্গে।

দীন—যোগেন্দ্রের দিন, গত হয় যেন
তোমারি নাম প্রসঙ্গে ॥ * ১।১০৭ ॥

—o—

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

জয় গোপাল জয় গোপাল গোপাল গিরিধারী।
জয় গোবিন্দ গোপীকান্ত গহন কুঞ্জ চারী ॥
জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন, কল মুরলী বাদন,
অপ্রাকৃত নবীন মদন মনো বিনোদনকারি ॥
জয় আনন্দ বর্দ্ধন, মোহ বিবন্ধ মোচন,
দীন যোগেন্দ্রে পদারবিন্দে রাখরাখ মুরারী ॥২।১০৮॥

দশকুশী।

জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ, জয় শ্রীগোকুলানন্দ,
গোপীনাথ মদনমোহন। (একবার দয়া করহে)
জয় রাধা দামোদর, জয় শ্যাম সুন্দর,
জয় বৃন্দা বিপিন শোভন ॥

* এই গীতটী ২য় ভাগের ১ম খণ্ডের ১ম উচ্ছ্বাসে ৪ নম্বরে আছে, এইটী পদকর্ত্তা প্রতিদিন নিত্য সঙ্কীর্ত্তনের প্রথমে গাইতেন, সেই জন্য নিত্য সংকীর্ত্তনের পদের অগ্রে এখানেও দেওয়া হইল; এই ৫টী পদ ছাড়াও অনেক মহাজনের ও নিজের পদ নিত্য সঙ্কীর্ত্তনে গাইতেন।

জয় বঙ্ক বিহারী, নিভৃত নিকুঞ্জচারী,
জয় জয় শ্রীরাধারমণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র, ভকত নয়নানন্দ,
যোগেন্দ্রে বিতর শ্রীচরণ ॥ ৩।১০৯ ॥

-০-

বেহাগ—ঠুংরি।

জয় জনার্দ্দন জগ বন্দন রাম।
জয় শ্রীরাধা রঞ্জন নবঘন শ্যাম ॥
জয় কালীয় মন্থন, কেশী নিকৃন্তন,
কলুশ হারী হরি মঙ্গল ধাম।
জয় নবীন নটবর, পূরট পটধর,
জয় বৃন্দাবন জীবন, গোপিনী
মোহন। * ॥ ৪।১১০ ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা বা ঝাঁপতাল।

দোলেরে আজি রাধা গোবিন্দ রতন
রচিত হিন্দোলে।
শোভেরে থির দামিনী যেন নব নীরদ কোলে ॥

---

* এই ৫টী গীত ছাড়াও আরও পদকর্ত্তার নিজের রচিত গীত নিত্য সঙ্কীর্ত্তনের ছিল তাহার কোন কাগজ তল্লাসে পাওয়া

নব তমালে বেষ্টন করি,

হেলিছে দুলিছে ... বল্লরী,

চারি পাশে সহচরী সব, ভাসে প্রেম হিল্লোলে ॥

কুসুমগন্ধ মোদিত বন, মন্দ মন্দ বহিছে পবন

মুঞ্জ কুঞ্জ মুখরিত শুক কোকিল কল রোলে।

সঙ্গিনী সব রঙ্গে ভঙ্গে, মৃদঙ্গ সারঙ্গ সঙ্গে,

রাধা কৃষ্ণ রস প্রসঙ্গে, মধুর তান তোলে ॥

ময়ূর ময়ূরী করিছে নৃত্য, ভ্রমর নাদে ... ছে চিত্ত,

মানস লোভা, মিলন শোভা,

হেরে যোগেন্দ্র ভোলে ॥ ৫।১১১ ॥ *

ইতি গীতামৃত লহর্য্যাং নিত্য কৃত শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তনং
নাম সপ্তমোচ্ছাসঃ।

গেল না, যে ৫টী গীত মুখে মুখে জানা ছিল তাহাই দেওয়া গেল। এই গীতটীর শেষের অন্তরা ১ম অংশ যাহা জানা ছি তাহাই দেওয়া হইল।

* এই গানটী পদকর্ত্তা নিত্য সংকীর্ত্তনের শেষে মধ্যে মধ্যে গাইতেন।

